৭৮৬
৯২

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল সমগ্র

(প্রথম খন্ড)

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী
(দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

Pdf By Syed Mostafa Sakib

মুনতাখাব হাদীস

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

مَوْلَایَ صَلِّ وَسَلِّمْ

دَآئِماً اَبَداً عَلٰی

حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلْقِ

کُلِّهِمِ مُحَمَّدٌ سَیِّدُ

الْکَوْنَیْنِ وَالثَّقَلَیْنِ

وَالْفَرِیْقَیْنِ مِنْ

عَرَبٍ وَّمِنْ عَجَمٍ۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

(১) সূচীপত্র ১ পৃষ্ঠা থকে ১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

(২) মুফতী আ'যম বাঙ্গাল সমগ্র ১৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

(৩) আমার সামান্য কলমী কাজ ১৭ পৃষ্ঠা থেকে ২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

(৪) লেখক পরিচিতি ২৫ পৃষ্ঠা থকে ৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

(৫) মুনতাখাব হাদীস ৩৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

(৬) ফাতাওয়া মুফতী আয'ম বাঙ্গাল ১৪০ থেকে ২১৯ পর্যন্ত

(৭) ইসলামে তালাক বিধান ২২২ থেকে ২৬১ পর্যন্ত

(৮) নামাজের নিয়াত নামা ২৬৪ থেকে ২৯৯ পর্যন্ত

(৯) নারীদের প্রতি এক কলম ৩০২ থেকে ৩২২ পর্যন্ত

(১০) তাবলিগী জামায়াতের অবদান ৩২৬ থেকে ৫১৩ পর্যন্ত

(১১) সেই মহা নায়ক কে ? ৫১৬ থেকে ৬৫৭ পর্যন্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

মুনতাখাব হাদীস

বাশারিয়াতে মোস্তফা

(১) হজরত আদমের পূর্বে নবী মোস্তফ ৩৩

(২) হজরত আদম নবী মোস্তফার অসিলা ধরিয়াছেন........................৩৪

(৩) হজরত আদমের পিঠে নবী মোস্তফার নাম................................৩৬

(৪) সমস্ত আসমানে নবী মোস্তফার নাম...৩৬

(৫) জান্নাতের দরওয়াজায় নবী মোস্তফার নাম.................................৩৬

(৬) হজরত আদমের সামনে নবী মোস্তফার আজান.........................৩৮

(৭) দুই শত বৎসরের নাফরমানের নাজাত..৪০

(৮) হজরত জিবরাঈল নবী মোস্তফার নিকটে ২৪ হাজার বার আসিয়াছেন.........৪১

(৯) হজরত জিবরাঈল আসমানে নবী মোস্তফাকে ৭২ হাজার বার দেখিয়াছেন.......৪২

(১০) নবী মোস্তফা খাতনাবস্থায় জন্ম গ্রহন করিয়াছেন...........................৪৩

(১১) নবী মোস্তফা চাদের সহিত কথা বলিতেন...................................৪৪

(১২) মাতা হালীমার কলে নবী মোস্তফার ইনসাফ.................................৪৫

(১৩) নবী মোস্তফার পিঠে মোহরে নবুওয়াত......................................৪৬

(১৪) নবী মোস্তফা আলো ও অন্ধকারে সামান দেখিতেন..........................৪৭

(১৫) নবী মোস্তফা অগ্র পশ্চাতে সমান দেখিতেন................................৪৮

(১৬) নবী মোস্তফার দৈহিক ওজন..৫০

(১৭) নবী মোস্তফার অসাধারন চক্ষ ও কান......................................৫১

(১৮) কবরে খেজুর শাখা..৫২

(১৯) নবী মোস্তফা সৃষ্টির মধ্যে সব চাইতে জ্ঞানী...............................৫৪

(২০) নবী মোস্তফার দৈহিক খোশবু...৫৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২১) নবী মোস্তফার ছায়া ছিল না.....৫৭
(২২) নবী মোস্তফার কেশ মুবারকের বর্কাত.....৫৮
(২৩) নবী মোস্তফার কেশ মুবারকের অবমাননা করা কুফরী.....৫৯
(২৪) নবী মোস্তফার রক্ত পবিত্র.....৬০
(২৫) নবী মোস্তফা নিদ্রার পরে বিনা অজুতে নামাজ পড়িয়াছেন.....৬১
(২৬) নবী মোস্তফার তিন প্রকার আকৃতি.....৬৩
(২৭) নবী মোস্তফা স্বপ্নদোষ থেকে পবিত্র.....৬৪
(২৮) নবী মোস্তফার পায়খানা দেখা যাইত না.....৬৫
(২৯) নবী মোস্তফার পেশাব পায়খানা পাক.....৬৬
(৩০) নবী মোস্তফার আকীকাহ.....৬৯
(৩১) নবী মোস্তফার কিছু নাম.....৭০
(৩২) নবী মোস্তফার পিতা মাতা তাওহীদের উপরে ছিলেন.....৭১
(৩৩) নবী মোস্তফার হাই ছিল না.....৭২
(৩৪) নবী মোস্তফা আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছেন.....৭৪
(৩৫) আবু তালেব ঈমান আনে নাই.....৭৫
(৩৬) নবী মোস্তফা কবর শরীফে স্বশরীরে জীবিত.....৭৬
(৩৭) নবী মোস্তফা উম্মাতের দরূদ সালাম থেকে অবগত.....৭৭

ইল্মে গায়বে মোস্তফা

(৩৮) জানাজার নামাজে চার তাকবীর.....৮৭
(৩৯) গায়বানা জানাজা জায়েজ নয়.....৮৮
(৪০) জান্নাত, খিলাফত ও শাহাদতের শুভ সংবাদ.....৮৯
(৪১) নবী মোস্তফার কথা পাহাড় বুঝিয়া থাকে.....৯২
(৪২) নবী মোস্তফা হজরত উসমানকে পানি দিয়াছেন.....৯৩
(৪৩) স্বপ্নে নবী মোস্তফার তলোয়ার প্রদান.....৯৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪৪) হজরত আলীর শাহাদাতের সংবাদ.....৯৫
(৪৫) হজরত হোসাইনের শাহাদাতের সংবাদ.....৯৬
(৪৬) হজরত ত্বালহার শাহাদাতের সংবাদ.....৯৯
(৪৭) হজতর মায়মুনার মৃত্যু সংবাদ.....১০১
(৪৮) হজরত আম্মারের মৃত্যু সংবাদ.....১০২
(৪৯) হজরত ফাতিমার মৃত্যু সংবাদ.....১০৪
(৫০) নবী মোস্তফা সেনাপতির হাতে পতাকা দিয়াছেন.....১০৫
(৫১) নবী মোস্তফা পেটের অবস্থা জ্ঞত.....১০৯
(৫২) বিবিগনের মধ্যে কে আগে ইন্তেকাল করিবেন.....১১০
(৫৩) মুসলমানদের একাংশ ঠাকুর পূজা করিবে.....১১২
(৫৪) নবী মোস্তফা মসজিদ থেকে মুনাফিকদের বাহির করিয়া দিয়াছেন.১১৩
(৫৫) নবী মোস্তফা এক চোরকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন.....১১৪
(৫৬) নবী মোস্তফা বলিয়া দিয়াছেন কে কোথায় মরিবে.....১১৬
(৫৭) বাহাত্তর দল জাহান্নামী হইবে.....১১৭
(৫৮) কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত সংবাদ দিয়াছেন.....১১৯
(৫৯) নবী মোস্তফা হইলেন হাজিন নাজির.....১২১
(৬০) উম্মাতের আমল অবগত.....১২২
(৬১) নবী মোস্তফা আল্লাহর দর্শন করিয়াছেন.....১২৪
(৬২) নবী মোস্তফা জানেন কে জান্নাতী ও কে জাহান্নামী.....১২৬
(৬৩) হত্যাকারী ও নিহত উভয় জাহান্নামী.....১২৭
(৬৪) খিলাফত কত বৎসর চলিবে.....১২৯
(৬৫) কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের.....১৩১
(৬৬) সূর্য গ্রহনের নামাজ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ.....১৩২
(৬৭) হজরত আলী শেষ খলিফা.....১৩৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম অধ্যায়

বাশারিয়াতে মুস্তফা

হাদীস - ১

و اخرج احمد و البخاری فی تاریخه و الطبرانی و الحاکم و البیهقی و ابونعیم عن میسرة الفجر قال قلت یا رسول الله متی کنت نبیا قال و آدم بین الروح و الجسد .

হজরত মায়সারা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন - ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনি কবে নবী হইয়াছেন ? তিনি বলিয়াছেন - যখন হজরত আদম আত্মা ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন । (মোসনাদে ইমাম আহমাদ, ইমাম বোখারী তাহার তারিখের মধ্যে, তিবরানী, হাকিম, বায়হাকী ও আবু নাঈম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৩ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) এই প্রকার অর্থ বহনকারী আরো অনেক গুলি হাদীস রহিয়াছে । এখনে কেবল একটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে । তবে তাফসীরে রুহুল বাইয়ানের মধ্যে এবং কিছু কিতাবের মধ্যে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين আমি সেই সময়ে নবী ছিলাম যখন হজরত আদম পানি ও মাটির মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন । সুবহানাল্লাহ !

(খ) যেহেতু বর্তমান হাদীসটি বড় বড় বেশ কয়েক জন মুহাদ্দিস গ্রহন করিয়াছেন। এই কারনে হাদীসটির সত্যতায় সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই ।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালত সমস্ত মাখলুকের জন্য আম । হজরত আদম থেকে কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত সমস্ত নবীগন ও তাঁহাদের উম্মাতগন হইলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উম্মাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ২

اخرج الحاكم و البيهقى و الطبرانى فى الصغير و ابونعيم و ابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب بحق محمد لما غفرت لى قال و كيف عرفت محمدا قال لانك لما خلقتنى بيدك و نفخت فىّ من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبالا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك قال صدقت يا آدم و لولا محمد ما خلقتك .

হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- যখন হজরত আদম ভুল স্বীকার করতঃ বলিয়াছেন, আমার প্রতিপালক ! মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলায় আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন । আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, তুমি কেমন করিয়া মোহাম্মাদকে চিনিয়াছো ? তিনি বলিয়াছেন, নিশ্চয় যখন তুমি আমাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমার কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করতঃ আমার মধ্যে তোমার রূহ (নির্দেশ) ফুৎকার করিয়াছো, তখন আমি আমার মাথা উঠাইয়া দেখিয়াছি, আর্শের পায়া গুলিতে লেখা রহিয়াছে - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহু, তখন আমি অবগত হইয়াছি যে, নিশ্চয় তোমার নামের সহিত যাহার নাম থাকিবে তিনি তোমার নিকটে সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে প্রিয় । আল্লাহ বলিয়াছেন, আদম ! তুমি সঠিক বলিয়াছো । যদি মোহাম্মাদ না হইতো, তবে আমি তোমাকে সৃষ্টি করিতাম না । (এই হাদীসটি ইমাম হাকিম, বায়হাকী, তিবরানী, আবু নাঈম ও ইবনো আসাকির বর্ননা করিয়াছেন,খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬ পৃষ্ঠা))

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হজরত আদম আলাইহিস সালামের খাত্বা বা ভুলের উপরে কাহারো কোন প্রকার মন্তব্য করিবার অধিকার নাই । কারন, তাঁহার খাত্বা বা ভুল আমাদের হাজার হাজার সওয়াব অপেক্ষা উত্তম । কারন, তাঁহার খাত্বার ভিতর দিয়া জগত জাহির হইয়াছে ।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলা অবলম্বন করা হজরত আদম আলাইহিস সালামের সুন্নাত । আজ যাহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলার বিরোধীতা করিতেছে নিশ্চয় তাহারা হজরত আদমের সু সন্তান নয় ।

(গ) হাদীস পাকের শেষাংশ - لولا محمد ما خلقتك الافلاك যদি মোহাম্মাদ না হইতেন, তবে আমি তোমাকে সৃষ্টি করিতাম না । অনুরূপ তাফসীরে রূহুল বাইয়ান ও আরো অনেক কিতাবে বর্নিত হইয়াছে - لولاك ما خلقت الافلاك । প্রিয় পয়গম্বর ! যদি তুমি না হইতে, তবে আমি আসমানগুলি পয়দা করিতাম না ।

হাদীস - ৩

اخرج ابن عساكر من طريق ابى الزبير عن جابر قال بين كتفى آدم مكتوب محمد رسول الله خاتم النبيين -

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হজরত আদম আলাইহিস সালামের দুই কাঁধের মাঝখানে লেখা রহিয়াছে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ খাতিমুন নাবিঈন । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ৪

و اخرج البزار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بى الى السماء مامررت بسماء الا وجدت اسمى فيها مكتوبا محمد رسول الله۔

হজরত ইবনো উমার হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যখন আমাকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হইয়া ছিল তখন আমি কোন আসমান অতিক্রম করি নাই কিন্তু প্রত্যেক আসমানে আমার নাম লিখিত পাইয়াছি, মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ৫

اخرج ابن عساكر عن ابن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتبوب على باب الجنة لا اله الا الله محمد رسول الله۔

হজরত ইবনো জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- জান্নাতের দরওয়াজায় লেখা রহিয়াছে- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ** । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ৬

اخرج ابونعیم فی الحلیة عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ما فی الجنة شجرة علیها ورقة الامکتوب علیها لا اله الا الله محمد رسول الله.

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- জান্নাতের সমস্ত বৃক্ষের পাতাগুলিতে লেখা রহিয়াছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ । (আবু নাঈম)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র নাম সর্বত্রে রহিয়াছে । কেবল দুইটি স্থানে তাহার পবিত্র নাম নাই। ইহা হইল তাঁহার মহা সম্মানের খাতিরে তাঁহার শানের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য ।একটি স্থান হইল জাহান্নামের দরওয়াজায় । আর একটি স্থান হইল জবাহ করিবার সময়ে। কারন, হুজুর পাক হইলেন রহমা তুল্লিল আ'লামীন । জাহান্নামের দরওয়াজায় তাঁহার পবিত্র নাম থাকিলে এবং তাঁহার পবিত্র নাম দেখিয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিলে তাঁহার নামের মর্যদাহানী হইবে। অনুরূপ তাঁহার নামে অস্ত্র চলিলে তাঁহার নামের বৈশিষ্ট নষ্ট হইয়া যাইবে ।

হাদীস - ৭

اخرج ابونعم فی (الحلیة) وابن عساکر من طریق عطاء عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ نزل آدم بالهند واستوحش

pdf By Syed Mostafa Sakib

فنزل جبرئل عليه السلام فنادى بالاذان اللّٰه اكبر اللّٰه اكبر اشهدان لا اله الا اللّٰه مرتين اشهد ان محمدارسول اللّٰه مرتين قال آدم من محمد قال آخرولدك من الانبياء۔

হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- হজরত আদম আলাইহিস সালাম হিন্দুস্থানে অবতরন করতঃ ভয় অনুভব করিয়া ছিলেন। অতঃপর হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অবতরন করিয়া আজান দিয়াছেন - আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুইবার। 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' দুইবার। হজরত আদম বলিয়াছেন - মোহাম্মাদ কে ? হজরত জিবরাঈল বলিয়াছেন - ইনি তোমার আওলাদের মধ্যে শেষ নবী । (আবু নাঈম, ইবনো আসাকির, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হজরত আদম আলাইহিস সালাম হিন্দুস্থানের যে স্থানে অবতীর্ন হইয়া ছিলেন সেই স্থানটির নাম হইল স্বরন্দীপ। বর্তমানে স্থানটির নাম শ্রীলঙ্কা বলা হইয়া থাকে । এখানে হজরত আদম আলাইহিস সালামের পদচীহ্ন রহিয়াছে। মানুষ সেখানে উপস্থিত হইয়া বর্কাত হাসিল করিয়া থাকে। এই স্থানে যে পাহাড়টি রহিয়াছে সেই পাহাড়টির নাম জাবালে আদম ।

(খ) হজরত আদম আলাইহিস সালামের যুগে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নামের আজান হইয়াছে ।

(গ) আজানে ভয় দুর হইয়া থাকে । হজরত আদম আলাইহিস সালাম নতুন দুনিয়ায় আসিয়া ভয় অনুভব করিয়া ছিলেন । তাঁহার সেই ভয় দুরি করনের জন্য হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আজান দিয়া ছিলেন । অনুরূপ মানুষ যখন

pdf By Syed Mostafa Sakib

নতুন দুনিয়া কবরে উপস্থিত হইবে তখন তাহার মধ্যে ভয় অনুভব হইবে । সেই ভয় দুরিকরনের জন্য উলামায়ে ইসলাম দাফনের পরে আজান দেওয়া মুস্তাহাব বলিয়াছেন । দাফনের পরে আজান দেওয়ার প্রথা কম বেশি পৃথিবীর প্রায় দেশে চালু রহিয়াছে । আমাদের দেশে সুন্নীগন প্রায় সর্বত্রে দাফনের পরে আজান দিয়া থাকে এবং বাতিল ফিরকাগুলি ইহার বিরোধীতা করিয়া থাকে । আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান দাফনের পরে আজানের উপকারিতা সম্পর্কে একটি সতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন - ইজানুল আজার ফি আজানিল কব্র ।

হাদীস - ৮

اخرج ابونعم فی (الحلیة) عن وھب قال
کان فی بنی اسرائیل رجل عصی اللہ
مائتی سنة ثم مات فاخذ وہ فالقوہ علی
مزبلة فاوحی اللہ الی موسی ان
اخرج فصل علیہ قال یارب بنواسرائیل
شھدوا انہ عصاک مائتی سنة فاوحی اللہ
الیہ ھکذا کان الا انہ کان کلمانشر التوراة
ونظر الی اسم محمد ﷺ قبلہ ووضعہ
علی عینیہ وصلی علیہ فشکرت لہ ذلک و
غفرت ذنوبہ وزوجتہ سبعین حوراء۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওহাব বলিয়াছেন, বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি দুই শত বৎসর আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিয়া ইন্তেকাল করিয়াছে। সম্প্রদায়ের মানুষ তাহাকে একটি নোংরা জায়গায় ফেলিয়া দিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ করিয়াছেন - লোকটিকে নোংরা স্থান থেকে বাহির করিয়া তাহার উপরে জানাজা পড়িয়া দাও। হজরত মুসা বলিয়াছেন - আল্লাহ ! বানী ইসরাঈল সম্প্রদায় সাক্ষ প্রদান করিয়াছে যে, লোকটি দুই শত বৎসর তোমার নাফরমানী করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা অহী করতঃ বলিয়াছেন - লোকটি আসলে এইরূপ ছিল কিন্তু সে যখন তাওরাত শরীফ খুলিতো এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নামের উপর নজর ফেলিতো, তখন সে তাহাতে চুম্বন দিতো এবং দুই চক্ষুর উপর রাখিতো ও তাঁহার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিতো। সূতরাং ইহার প্রতি আমি তাহাকে সাওয়াব দিয়াছি এবং সত্তর জন হুরের সহিত তাহাকে বিবাহ দিয়াছি। (ইমাম আবু নাঈম তাঁহার হুলিয়ার মধ্যে ও আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আবু বাকার সিউতী খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ননা করিয়াছেন)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বান্দা যদি শির্কি ও কুফরে লিপ্ত না হইয়া থাকে এবং হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক্ক নষ্ট না করিয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা পাইবার খুবই আশা থাকে।

(খ) সমস্ত আসমানী কিতাবগুলি হইল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শুভাগমনের বিজ্ঞাপন ও সেই সঙ্গে মানব জীবনের জন্য খোদায়ী সংবিধান। তাওরাত কিতাবের মধ্যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বহু গুনাগুনের বিবরন দেওয়া ছিল।

(গ) পয়গম্বরে ইসলামের আদব এমন এক ইবাদত যে, বড় বড় বেয়াদব পয়গম্বরে ইসলাম মোহাম্মাদ আলাইহিস সালামের নামের আদব করিয়া নাজাত পাইয়া গিয়াছে।

(ঘ) সুবহানাল্লাহ ! দুই শত বৎসরের নাফরমান কেবল একটি নেক আমলের কারনে কেবল নাজাত নয়, বরং সত্তর জন হুরপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

(ঙ) আলহামদুলিল্লাহ ! আজ আহলে সুন্নাতের একটি প্রতীক হইয়া গিয়াছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে, তাহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র নাম শ্রবন করিলে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন দিয়া দুই চক্ষুতে বুলাইয়া থাকেন এবং হুজুর পাকের প্রতি হাজার রকমের দরূদ পাঠ করিয়া থাকেন । অবশ্য দরূদ শরীফ ও আঙ্গুল চুম্বনের দলীল কেবল এই হাদীসটি নয়, বরং বহু হাদীস রহিয়াছে ।

হাদীস - ৯

واخرج البيهقى والطبرانى فى الاوسط و ابن عساكر عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ قال لى جبرئيل قلبت الارض مشارقها و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد .

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে বলিয়াছেন- আমি সমস্ত পৃথিবীকে উলটপালট করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে কোন ব্যক্তিকে আফজাল (উত্তম) পাই নাই । (বায়হাকী, তিবরানী, ইবনো আসাকির, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৩৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নূরের সৃষ্টি, ফিরিশতাদিগের সরদার, নবীদিগের সাহায্যকারী ও সিদরাতুল মুনতাহার বাসিন্দা । তিনি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে চব্বিশ হাজারবার হাজির হইয়াছেন । যেমন মাওয়াহিবে লাদুন্নীয়ার প্রথম খন্ডে ৪৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে -

ان جبرئيل عليه السلام نزل على النبى ﷺ اربعة و عشرين الف مرة.

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে চব্বিশ হাজারবার নাযিল হইয়াছেন ।

আবার তাফসীরে রূহুল বাইয়ানের তৃতীয় খন্ডে ৫৪৩ পৃষ্ঠায় হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহুর থেকে বর্নিত হাদীসে বলা হইয়াছে -

انه عليه السلام سأل جبرئيل عليه السلام فقال (يا جبرئيل كم عمرك من السنين) فقال يا رسول الله لست اعلم غيران فى الحجاب الرابع نجما يطلع فى كل سبعين الف سنة مرة رأيته اثنين وسبعين الف مرة فقال عليه السلام (يا جبرئيل و عزة ربى انا ذلك الكوكب)

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - জিবরাঈল ! তোমার বয়স কত ? তিনি বলিয়াছেন - ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি ইহা ছাড়া জানিনা যে, চতুর্থ আসমানে সত্তর হাজার বৎসর পরে একটি নক্ষত্র উদয় হইয়া থাকে । আমি সেই নক্ষত্রটি বাহাত্তর হাজার বার দেখিয়াছি । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - জিবরাঈল ! আমার আল্লাহর ইজ্জাতের কসম করিয়া বলিতেছি, আমি হইলাম উক্ত নক্ষত্র।

পরা পর দুইটি উদ্ধৃতি থেকে জানা যাইতেছে যে, হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ছিয়া নব্বই হাজারবার দেখিয়াছেন । অতঃপর তিনি তাঁহার সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন যে, আমি সমস্ত জগতকে ঘুরিয়া দেখিয়াছি যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে শ্রেষ্ট ব্যক্তি কাহার পাই নাই । প্রকাশ থাকে যে, হজরত জিবরাঈল

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর পাকের হাকীকাতের রিপোর্ট পেশ করিতে পারেন নাই বরং শ্রেষ্টত্বের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন । এখান থেকে স্পষ্ট হইয়া গেল যে, হাকীকাতে মোহাম্মাদী সম্পর্কে একমাত্র রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ তায়ালাই অবগত ।

হাদীস - ১০

اخرج الطبرانی فی الاوسط و ابونعیم و الخطیب و ابن عساکر من طرق عن انس عن النبی ﷺ انه قال من کرامتی علی ربی انی ولدت مختونا ولم یر احد سواتی ۔

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আমার প্রতিপালকের নিকটে আমার একটি বুজর্গী হইল যে, আমি খাতনাবস্থায় জন্ম গ্রহন করিয়াছি এবং কেহ আমার লজ্জাস্থান দেখে নাই । (তিবরানী, আবু নাঈম, খতীব, ইবনো আসাকির, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৫৩ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

খাতনাবস্থায় জন্ম গ্রহন করা একটি বড় বৈশিষ্ট । এই বৈশিষ্টের প্রথম অধিকারী ছিলেন হজরত আদম আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ ছিলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাই অ সাল্লাম । হজরত আদম ও হুজুর পাকের মাঝখানে আরো কয়েক জন নবী খাতনাবস্থায় জন্ম গ্রহন করিয়াছেন । যেমন হজরত শীস, হজরত লুত, হজরত ইউসুফ, হজরত মুসা, হজরত সুলাইমান, হজরত শুয়াইব, হজরত ইয়াহিয়া, হজরত হুদ ও হজরত সালেহ আলাইহিমুস সালাম । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৫৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ১১

واخرج البيهقى و الصابونى فى المأتين والخطيب وابن عساكر فى تاريخيهما عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله دعانى الى الدخول فى دينك امارة لنبوتك رأيتك فى المهد تناغى القمر وتشير اليه باصبعك فحيث اشرت اليه مال قال انى كنت احدثه و يحدثنى و يلهينى عن البكاء واسمع و جبته حين يسجد تحت العرش.

হজরত আব্বাস ইবনো আব্দিল মোত্তালিব বলিয়াছেন- ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনার নবুওয়াতের নিদর্শন আমাকে আপনার দ্বীনে প্রবেশ করিতে প্রেরনা প্রদান করিয়াছে । আমি আপনাকে দোলনাতে দেখিয়াছি । আপনি চাঁদের সঙ্গে কথা বলিতে ছিলেন । আপনি তাহার দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইংগিত করিতে ছিলেন । সূতরাং যেদিকে আপনি ইংগিত করিয়াছেন সেদিকে চাঁদ ঢলিয়া পড়িয়াছে । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাই অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তাহার সহিত কথা বলিতেছিলাম এবং সে আমার সঙ্গে কথা বলিতে ছিল এবং সে আমাকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিতে ছিল । আমি শ্রবন করিয়া থাকি তাহার শব্দ যখন সে আরশের নিচে সিজদা করিয়া থাকে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৫৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীসটি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাই অ সাল্লামের মুজিযা গুলির মধ্যে একটি অন্যতম মুজিযা ।

(খ) পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নাই যে, সে নিজের দোলনায় থাকা অবস্থার কথা বলিয়া দিবে । কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন।

(গ) আরববাসী মহিলাগন দুরে কোন স্থানে গেলে তাহাদের বাচ্চাদিগকে হাত বাঁধিয়া দিয়া যাইতেন । দেশ প্রথা অনুযায়ী মাতা আমিনাও হুজুর পাকের পবিত্র হাত দুইখানা বাঁধিয়া দিয়া অদুরে কোন জায়গায় ছিলেন । হুজুর পাক স্নেহময়ী মাতার জন্য ক্রন্দন করিতে ছিলেন । চাঁদ শান্তনা দিয়া নিষেধ করিতে ছিল, আপনি কাঁদিবেন না ।

(ঘ) আমরা চাঁদের যে অস্ত যাওয়া দেখিয়া থাকি তাহা হইল আসলে আরর্শের নিচে সিজদায় গিয়া থাকে ।

(ঙ) সুবহানাল্লাহ ! আরর্শের নিচে চাঁদের সিজদায় উপনিত হইবার শব্দ নবুওয়াতের যে কান শ্রবন করিয়া থাকে, নিশ্চয় সেই কানের আড়ালে কোন আশিকের ইশ্‌কপূর্ন দরুদ ও সালাম থাকিতে পারে না ।

হাদীস - ১২

وذكر ابن سبع فى الخصائص ان حليمة قالت كنت اعطيه الثدى الايمن فيشرب منه ثم احوله الى الثدى الايسر فيابى ان يشرب قال بعضهم و ذلك من عدله لانه علم ان له شريكا فى الرضاعة.

হজরত হালীমা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, আমি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ডান স্তন প্রদান করিতাম । তিনি তাহা পান করিতেন । অতঃপর আমি তাহাকে বাম স্তনের দিকে ঘুরাইয়া দিতাম । তখন তিনি তাহা পান করিতে অস্বীকার করিতেন । কেহ বলিয়াছেন, ইহা হইল তাহার ইনসাফ । কারণ, তিনি জ্ঞাত ছিলেন যে, দুধ পানে তাহার একজন শরীক রহিয়াছে । (খাসায়েসে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোবরা প্রথম খন্ড ৫৯ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হাজার হাজার বার সুবহা নাল্লাহ ! এই ইনসাফের দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে কেহ দেখাইয়াছেন ! সুবহানাল্লাহ ! যাঁহার জন্মসূত্র হইল ইনসাফ থেকে শুরু তাহা হইলে তিনি পরবর্তী জীবনে কেমন ইনসাফ কায়েম করিয়া ছিলেন ! তাই কোরয়ান পাক ঘোষনা করিয়াছে -"انک لعلی خلق عظیم" প্রিয় পয়গম্বর ! নিশ্চয় তুমি বড় আদর্শের উপরে রহিয়াছো।

হাদীস - ১৩

واخرج ابن عساكر والحاكم في تاريخ نسابور عن ابن عمر قال كان خاتم النبوة على ظهر النبي ﷺ مثل البندقة من لحم مكتوب فيها باللحم محمد رسول الله.

হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পিঠ মোবারকে বোন্দুকাহ বৃক্ষের ফলের ন্যায় মোহরে নবুয়াত ছিল । মাংসতে মাংস দ্বারা লেখা ছিল মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। (ইবনো আসাকির, হাকিম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬০ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) এই হাদীসটি কিছু ভাষা পরিবর্তন হইয়া বিভিন্ন কিতাবে বর্নিত হইয়াছে। ইমাম বোখারী ও মোসলেম এই হাদীসটি বর্ননা করিয়াছেন ।

(খ) মোহরে নবুওয়াত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্মের পূর্ব থেকে ছিল, না জন্মের পরে প্রদান করা হইয়াছে, এবিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। একাংশের রায় হইল, ইহা তাহার জন্মের পরে প্রদান করা হইয়াছে এবং ইন্তেকালের সময়ে উঠাইয়া নেওয়া হইয়া ছিল । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬০ পৃষ্ঠা)

(গ) আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবীগনকে কেবল নবুওয়াত প্রদান করিয়াছেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নবুওয়াতের সাথে সাথে মোহরে নবুওয়াত বা নবুয়াতের সীল্ড দিয়া দিয়াছেন । ইহা থেকে যেন ইংগিত পাওয়া যাইতেছে, প্রিয় পয়গম্বর ! তোমার নবুওয়াতের সাথে সাথে মোহরে নবুয়াত প্রদান করা হইল । তুমি তোমার প্রয়োজন বোধে এই মোহর ব্যবহার করিয়া নিবে। তোমার এই সীল্ড বা মোহর যাহার উপরে থাকিবে তাহা হইবে শরীয়াত। বাস্তবে হুজুর পাক তাহাই করিয়াছেন । যেমন তিনি হজরত খোযাইমা আনসারীর সাক্ষকে দুই সাক্ষীর সমতুল্য করিয়া দিয়াছেন । হজরত ফাতিমা রাদী আল্লাহু আনহার হায়াতে হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর জন্য দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ করিয়া দিয়াছেন । অনুরূপ তিনি একজনের জন্য দুই অয়াক্তকে মাফ করিয়া তিন অয়াক্ত নামাজ করিয়া দিয়া ছিলেন । ইহার আরো বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

হাদীস - ১৪

اخرج البيهقى عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بالليل فى الظلمة كمايرى بالنهار فى الضوء۔

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাতের অন্ধকারে দেখিতেন যেমন দিবা লোকে দেখিতেন । (বায়হাকী, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬১ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ১৫

واخرج الشيخان عن ابى هريرة ان رسول صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتى هاهنا فوالله ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم انى لاراكم من ورأ ظهرى۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কি ধারনা করিয়াছো যে, এখানেই আমার কিবলা । আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদের রুকু ও তোমাদের সিজদা আমার নিকট গোপন থাকে না । নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আমার পিছন থেকে দেখিয়া থাকি । (বোখারী, মোসলেম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬১ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ১৬

واخرج مسلم عن انس ان رسول الله ﷺ قال ايها الناس انى امامكم فلاتسبقونى بالركوع ولا بالسجود فانى اراكم من امامى ومن خلفى ۔

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - মানুষগন! নিশ্চয় আমি তোমাদের ইমাম । সূতরাং আমার পূর্বে তোমাদের রুকু ও সিজদা করিবে না । নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে দেখিয়া থাকি আমার সামনে থেকে ও আমার পিছন থেকে । (মোসলেম ও খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬১পৃষ্ঠা)

হাদীস - ১৭

واخرج ابو نعيم عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ﷺ انى لاراكم من ورأ ظهرى ۔

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আমি আমার পিছন থেকে তোমাদিগকে দেখিয়া থাকি । (আবু নাঈম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬১ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) উল্লেখিত হাদীসগুলির অর্থ বহনকারী আরো অনেকগুলি হাদীস

pdf By Syed Mostafa Sakib

রহিয়াছে। এই হাদীসগুলি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুজিযার মধ্যে গন্য ।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাতে ও দিনে সমান ভাবে দেখিতেন । অনুরূপ তিনি নামাজের অবস্থায় ও নামাজের বাহিরে সামনে ও পিছনে সমান ভাবে দেখিতেন ।

(গ) উলামায়ে কিরাম বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের এই দর্শন কেবল রূপক অর্থে নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে । একাংশ উলামায়ে কিরাম বলিয়াছেন যে, হুজুর পাকের পিছনে চক্ষু ছিল, যাহা দ্বারা তিনি স্থায়ী ভাবে পিছন দেখিতেন । একাংশ উলামায়ে কিরাম বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দুই কাঁধের মাঝখানে দুইটি চক্ষু ছিল । এই চক্ষুদয়কে কাপড় কিংবা কোন জিনিষ আড়াল করিতে পারিতো না । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬১ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ১৮

واخرج الدارمي والبزار وابونعيم وابن عساكر عن ابي ذر قال قلت يارسول الله كيف علمت انك نبي وبما علمت حتى استيقنت قال اتاني اتيان وانا ببطحاء مكة فوقع احد هما بالارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احد هما لصاحبه اهو هو قال نعم هو هو قال فزنه برجل فوزنني برجل فرجحته قال زنه بعشرة فوزنني فرجحتهم قال زنه بمائة فوزنني فرجحتهم قال زنه بالف فوزنني فرجحتهم ثم جعلوا يتساقطون علي من كفة الميزان۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত আবু জার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কেমন করিয়া জানিয়াছেন যে, আপনি অবশ্যই নবী এবং কি প্রকারে সুনিশ্চিত হইয়াছেন ? হুজুর পাক বলিয়াছেন, আমি মক্কার বাতহা নামক স্থানে ছিলাম। সেখানে আমার নিকটে দুই ব্যক্তি আসিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে একজন মাটিতে নামিয়াছেন এবং অন্যজন আসমান ও জমীনের মাঝখানে থাকিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে থেকে একে অন্যজনকে বলিয়াছেন, ইঁনিই কি সেই তিনিই ? উত্তর দিয়াছেন, হ্যাঁ, ইঁনিই হইলেন সেই তিনি । তখন বলিয়াছেন, ইহাকে একজন মানুষের সহিত ওজন দাও । সূতরাং আমাকে একজন মানুষের সহিত ওজন দিলে আমি ভারি হইয়া গিয়াছি । আবার বলিয়াছেন , দশ জন ব্যক্তির সহিত ওজন দাও । সূতরাং দশজন ব্যক্তির সহিত আমাকে ওজন দিলে আমি ভারি হইয়া গিয়াছি । আবার বলিয়াছেন, একশত মানুষের সহিত ওজন দাও । সূতরাং আমাকে একশত মানুষের সহিত ওজন দিলে আমি ভারি হইয়া গিয়াছি । আবার বলিয়াছেন, এক হাজার মানুষের সহিত ওজন দাও । সূতরাং এক হাজার মানুষের সহিত আমাকে ওজন দেওয়া হইলে আমি তাহাদের থেকে ভারি হইয়া গিয়াছি । অতঃপর পাল্লা হাল্কা হইবার কারনে তাহারা আমার উপরে পড়িয়া যাইতেছিল। (দারমী, বাযযার, আবু নাঈম, ইবনো আসাকির, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীসটি কিছু ভাষা পরিবর্তন হইয়া মিশকাতের মধ্যে দারিমীর হাওলায় বর্নিত হইয়াছে "كاني انظر اليهم ينتثرون علي من خفة الميزان" হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যেন আমি তাহাদের দিকে লক্ষ করিতেছিলাম যে, তাহাদের পাল্লাটি হাল্কা হইবার কারনে আমার উপর পড়িয়া যাইবে । অনুরূপ হাদীস পাকের শেষাংশে বলা হইয়াছে "فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بامته لرجحها" তাহাদের মধ্যে একে অন্যকে বলিয়াছেন, যদি তুমি তাহাকে তাঁহার সমস্ত উম্মাতের সহিত ওজন করিয়া দিতে, তবে তিনি অবশ্যই ভারি হইয়া যাইতেন। (মিশকাত ৫১৫ পৃষ্ঠা)

(খ) এই হাদীস থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বাল্যকাল থেকেই তিনি তাঁহার নবুওয়াতের খবর রাখিতেন ।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বাশারীয়াত ও আমাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাশারীয়াতের মধ্যে আসমান ও জমীনের পার্থক্য। কারণ, হাদীস পাকে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত উম্মাতকে তাঁহার সহিত ওজন দিলে তিনি ভারী হইয়া যাইবেন। ফিরিশতাদ্বয় তাঁহার যে ওজন দিয়া ছিলেন তাহা ছিল তাঁহার বাশারীয়াত বা দেহের ওজন। অন্যথায় হাকীকাতে মোহাম্মাদিয়ার ওজন সমস্ত মাখলুক অপেক্ষা বেশি।

হাদীস - ১৯

اخرج الترمذی وابن ماجة وابونعيم عن ابی ذر قال قال رسول الله ﷺ انی اری مالاترون واسمع مالاتسمعون۔

হজরত আবু জার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি যাহা দেখিয়া থাকি, তোমরা তাহা দিখিয়া থাকো না এবং আমি যাহা শুনিয়া থাকি তোমরা তাহা শুনিয়া থাকো না।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীস পাক থেকে স্পষ্ট প্রমান হইতেছে যে, নবুয়াতের চক্ষু ও কর্ন অসাধারন। উম্মাত যাহা না দেখিয়া থাকে, যাহা না শুনিয়া থাকে তাহা নবী পাক দেখিয়া ও শুনিয়া থাকেন। এই কথায় প্রতিটি সাহাবা বিশ্বাসী ছিলেন। এই জন্য হুজুর পাকের কথার উপরে কেহ কোন প্রশ্ন করেন নাই যে, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনার চক্ষুদ্বয় ও কর্নদ্বয়তো আমাদের চক্ষুদ্বয় ও কর্নদ্বয়ের ন্যায়। তবে আপনি এই প্রকার দাবী করিতেছেন কেন ?

বর্তমান হাদীস পাকে কেবল বলা হইয়াছে, আমি যাহা দেখিয়া থাকি ও যাহা শ্রবন করিয়া থাকি তোমরা তাহা না দেখিয়া থাকো, না শুনিয়া থাকো। এখন একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হইতেছে যাহাতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের কথাকে বাস্তব করিয়া দিয়াছেন। হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা বর্ননা করিয়াছেন -

"مر النبی ﷺ بقبرین فقال انهما ليعذبان وما يعذبان فی كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول

pdf By Syed Mostafa Sakib

وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما مالم ييبسا۔

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুইটি কবরের নিকট থাকে যাইবার সময়ে বলিয়াছেন, এই দুইটি কবরে অবশ্য আযাব হইতেছে । তবে কোন বড় গোনাহের কারনে নয় । ইহাদের মধ্যে একজন পেশাব থেকে পরদা করিতো না। মুসলিম শরীফের বর্ননায় বলা হইয়াছে, পেশাব থেকে পবিত্রতা হাসেল করিতো না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি পরনিন্দা করিয়া চলিতো। অতঃপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়া দুই ভাগ করতঃ দুই কবরে একটি করিয়া পুঁতিয়া দিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি এইরূপ করিতেছেন কেন? তিনি বলিয়াছেন, এইগুলি শুকাইয়া যাইবার পূর্ব পর্যন্ত ইহাদের আযাব হাল্কা হইতে থাকিবে । (বোখারী,মোসলেম ও মিশকাত ৪২ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুইটি কবরের খবর দিয়াছেন যে, দুই জনের আযাব হইতেছে । সাহাবায় কিরাম প্রশ্ন করেন নাই যে, ইয়া রসূলাল্লাহ! কেমন করিয়া আযাবের কথা বলিতেছেন ? ইহার কারন হইল যে, সাহাবায়ে কিরাম পূর্ন বিশ্বাসী ছিলেন যে, নবুওয়াতের নজরে যাহা দেখা যায় তাহা উম্মাতের নজরে দেখা সম্ভব নয় ।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কেবল আযাবের কথা বলেন নাই, বরং আযাবের কারণগুলিও বলিয়া দিয়াছেন । অথচ যাহাদের আযাব হইতেছে তাহারা জাহিলিয়াতের যুগের মানুষ । সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করেন নাই যে, ইয়া রসূলাল্লাহ ! এই কবরবাসীরাতো বহু পূর্বের মানুষ । তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে আপনি কেমন করিয়া অবগত? কারণ, সাহাবায় কিরাম বিশ্বাসী ছিলেন যে, নবুওয়াতের নজর অতীত ও ভবিষ্যত দেখিয়া থাকে ।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কেবল আযাবের কথা বলেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাই, বরং আযাব প্রতিরোধ হইবার ব্যবস্থাও বলিয়া দিয়াছেন। এখনেও সাহাবায় কিরামদিগের কোন প্রশ্ন ছিলনা।

(ঘ) শুকনো ও তাজা সমস্ত জিনিষ আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করিয়া থাকে কিন্তু তাজা জিনিষের তসবীহ পাঠে কবরের আযাব মাফ হইয়া থাকে। এইজন্য কবরের উপরে কাঁচা খেজুর শাখা দেওয়ার যে প্রচলন রহিয়াছে তাহা বর্তমান হাদীস থেকে প্রমানিত। সাহাবায় কিরামও কবরের উপরে খেজুর শাখা দিতে অসীয়াত করিতেন। যেমন বোখারী শরীফের মধ্যে বর্নিত হইয়াছে -

"ان بريدة بن الخصيب رضى الله عنه

اوصى بان يجعل فى قبره جريد تان"

হজরত বুরাইদা ইবনো খাসীব রাদী আল্লাহু আনহু তাহার কবরে দুইটি তাজা খেজুর শাখা দিতে অসীয়াত করিয়াছেন। অনুরূপ খাসায়েসে কোবরার মধ্যে আরো কিছু সাহাবার কথা বর্নিত হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদের কবরে খেজুর শাখা দিতে অসীয়াত করিয়াছেন।

(ঙ) একাংশ মালিকী আলেম বলিয়াছেন যে, দুইটি কবরে খেজুরের শাখা দেওয়ার কারনে যে আযাব হাল্কা হইয়াছে কিংবা একেবারে মাফ হইয়া গিয়াছে তাহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দুয়ায় ও তাঁহার পবিত্র হাতের বর্কাতে। কিন্তু আমাদের উলামায়ে কিরাম দিগের নিকটে কবরে খেজুরের শাখা দেওয়া মুস্তাহাব। আল্লামা শামী রদ্দুল মোহতারের মধ্যে আযাব হাল্কা হইবার কারণ বলিয়াছেন যে, তাজা জিনিষের তাসবীহ পাঠ। এই জন্য হাদীস পাকে খেজুরের শাখা গুলি শুকাইয়া যাইবার কথা বলা হইয়াছে যে, যতদিন না শুকাইয়া যাইবে ততো দিন আযাব হাল্কা হইতে থাকিবে। কারণ, তাজা জিনিষের মধ্যে এক প্রকারের হায়াত থাকে।

হাদীস - ২০

اخرج ابونعيم فى (الحلية) وابن عساكر عن وهب

بن منبه قال قرأت احدا وسبعين كتابا فوجدت

pdf By Syed Mostafa Sakib

فی جمیعها ان اللہ لم یعط جمیع الناس من بدء الدنیا الی انقضائها من العقل فی جنب عقل محمد ﷺ الا کحبة رمل من بین جمیع رمال الدنیا و ان محمدا ﷺ ارجح الناس عقلا و ارجحهم رأیا۔

হজরত ওহাব ইবনো মুনাব্বাহ বলিয়াছেন, আমি একাত্তরখানা কিতাব পাঠ করিয়াছি । আমি সমস্ত কিতাবে পাইয়াছি, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানুষের যে জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা দুনিয়ার সমস্ত বালি কনার মধ্যে একটি বালু কোনার ন্যায় । নিশ্চয় মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মানুষের মধ্যে সব চাইতে জ্ঞানী ও সব চাইতে বেশি দুরদর্শী । (আবু নাঈম, ইবনো আসাকীর ও খাসয়েসে কুবরা প্রথম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত দুনিয়ার মানুষের আকল বা জ্ঞান একজন নবীর জ্ঞানের তুলনায় এক বিন্দু মাত্র । সমস্ত নবীর জ্ঞান হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জ্ঞানের তুলনায় এক বিন্দু মাত্র । তাহার জ্ঞানের সীমা মাপ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়।

হাদীস - ২১

واخرج البزار وابویعلی عن انس قال کان رسول اللہ ﷺ اذا مر فی طریق من طرق المدینة وجدوا منه رائحة الطیب وقالوا مر رسول اللہ ﷺ من هذا الطریق۔

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারার কোন রাস্তা দিয়া অতিক্রম করিতেন, তখন সাহাবায় কিরাম তাঁহার সুগন্ধ অনুভব করতঃ বলিতেন যে, এই রাস্তা দিয়া হুজুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অতিক্রম করিয়াছেন। (বায্যার, আবু ইয়া লা, খাসায়েসে কোবরা, প্রথম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

দারিমী শরীফের মধ্যে হজরত ইবরাহীম নাখয়ী থেকে বর্নিত হইয়াছে - "كان رسول الله ﷺ يعرف بالليل بريح الطيب" রাতের অন্ধকারে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে চিনিতে পারা যাইত তাঁহার সুগন্ধে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রকাশ থাকে যে, এই সুগন্ধ তাঁহার ব্যবহারিক সুগন্ধ ছিলনা, বরং ইহা ছিল তাঁহার দৈহিক সুগন্ধ । যেমন হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত হাদীস পাকে বলা হইয়াছে - وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ اطيب من المسك الاذفر" হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুখমন্ডলে ঘাম মুক্তার ন্যায় থাকিতো, যাহা মুশকে আম্বার অপেক্ষা অধিক সুগন্ধময়। (আবু নাঈম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা) অনুরূপ আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হাদীসে বলা হইয়াছে, এক ব্যাক্তি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে আসিয়া তাহার কন্যার বিবাহের জন্য সাহায্য চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন আমার নিকটে একটি পাত্র নিয়ে এসো । অতঃপর তিনি সেই পাত্রে তাঁহার ঘাম মুবারক ফেলিয়া দিয়া বলিলেন - ইহা তোমার কন্যাকে ব্যবহার করিতে বলিবে । সূতরাং যখন এই ঘাম ব্যবহার করিতো তখন সমস্ত মদীনা বাসীরা সুগন্ধ অনুভব করিতো । মদীনা বাসীরা এই বাড়িটিকে নাম দিয়া ছিল'বায়তুল মুত্বাইয়েবীন' অর্থাৎ সুগন্ধের ঘর । (খাসায়েসে কোবরা, প্রথম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ২২

اخرج ابن ابى خيثمة فى تاريخه و البيهقى و ابن عساكر عن عائشة قالت لم يكن رسول الله ﷺ بالطويل البائن ولا بالقصير المترد دو كان ينسب الى الربعة اذ امشى وحده ولم يكن على حال يماشيه احد من الناس ينسب الى الطول الا

pdf By Syed Mostafa Sakib

طاله رسول الله ﷺ ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما فاذا افارقاه نسب رسول الله ﷺ الى الربعة۔

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম না খুব লম্বা ছিলেন, না খুব বেঁটে ছিলেন । যখন তিনি একা চলিতেন তখন তাঁহাকে মধ্যম সাইজ মনে হইতো । তিনি এক অবস্থায় থাকিতেন না। যখন কোন লম্বা মানুষ তাঁহার সঙ্গে চলিত তখন তিনি তাঁহার থেকে লম্বা হইয়া যাইতেন । অধিকাংশ সময়ে দুই জন লম্বা মানুষ তাঁহার পাশে দাঁড়াইলে তিনি তাহাদের থেকে লম্বা হইয়া যাইতেন । আবার তাহারা পৃথক হইয়া গেলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে মধ্যম সাইজ বলা হইত । (বায়হাকী, ইবনো আসাকীর,খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুবহানাল্লাহ ! হাজার হাজার বার সুবহানাল্লাহ ! ইহাতো এক আশ্চর্য গঠন ! এই দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যাইবে ! মহান আল্লাহ পাক হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে কুদরতী দেহ দান করিয়াছেন । পাঁচ ফুট মানুষের পাসে সাড়ে পাঁচ ফুট মানুষ দাঁড়াইলে দুইজন কখনই সমান হইবে না । মানুষ যখন পূর্ন বয়সে পৌঁছাইয়া যায় তখন সে আর উপরের দিকে উচুঁ হইয়া থাকে না, বরং এক সূত দুই সূত করিয়া কমিতে থাকে । কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দেহ মুবারক সম্পূর্ন স্বতন্ত্র । দুনিয়ার কোন লম্বা মানুষ তাঁহার পাশে আসিলেই সবার থেকে তিনিই উঁচু হইয়া যান । আবার একা থাকিলে মধ্যম সাইজের হইয়া থাকেন । ইহা কেমন করিয়া সম্ভব ! এই রহস্য কে বুঝিবে !

হাদীস - ২৩

اخرج الحكيم الترمذى عن ذكوان ان رسول الله ﷺ لم يكن يرى له ظل فى شمس ولا قمر۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত যাকওয়ান হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া না সূর্যে দেখা যাইতো এবং না চন্দ্রে দেখা যাইতো। (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীস পাক থেকে পরিস্কার জানা যাইতেছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বাশারিয়াত বা দৈহিক অবস্থা ছিল এক অসাধারন যে, চন্দ্রে অথবা সূর্যে তাঁহার ছায়া পড়িত না। এই হাদীস ইংগিত বহন করিয়া থাকে যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যদিও বাশার ছিলেন কিন্তু হাকীকাতে তিনি ছিলেন নূর। তাঁহার নূরানীয়াত বাশারিয়াতের উপর প্রভাব ফেলিয়া দিয়া ছিলো। এই জন্য তিনি ছায়া বিহীন ছিলেন। শেষ কথায় বলা হইবে যে, তিনি বাশার কিন্তু আম বাশার নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দেহের সাথে সাথে তাঁহার দেহের ছায়ার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন যে, ছায়াকে মাটিতে পড়িতে দেন নাই। বরং পবিত্র দেহের ছায়া পবিত্র দেহের উপর রাখিয়া দিয়াছেন।

হাদীস - ২৪

ذكر القاضی عیاض فی الشفاء والعز فی فی مولده ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه كان لا ينزل عليه الذباب۔

নিশ্চয় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একটি বৈশিষ্ট হইল যে, তাঁহার দেহের উপরে মাছি বসিতো না। (শিফা শরীফ, খাসায়েসে কোবরা- ৬৮)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মশা, মাছি থেকে আরম্ভ করিয়া জংগলের কোন জন্তু জানোয়ার কাহারো সম্মান দিয়া থাকে না। কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহের উপরে মাছি বসিত না। কেবল তাই নয় অন্য বর্ননায় বলা হইয়াছে لم يقع على ثيابه ذباب قط হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাপড়ের উপরে কখনোই

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাছি বসে নাই । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৮ পৃষ্ঠা)

সুবহানাল্লাহ ! যে পবিত্র দেহে মাছি বসে নাই এবং যাহার পবিত্র কাপড়ে মাছি বসে নাই, আজ সেই পবিত্র সত্তার দিকে শত সমালোচনা শুরু করিয়া দিয়াছে মানুষ যে, কেহ বলিতেছে, তাঁহার পাপ ছিলো, কেহ বলিতেছে, তাঁহার ভুল ছিলো, কেহ বলিতেছে, তিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন ইত্যাদি । আল ইয়াজো বিল্লাহ!

হাদীস - ২৫

اخرج سعيد بن منصور وابن سعد و ابويعلى و الحاكم و البيهقى و ابونعيم عن عبد الحميد بن جعفر عن ابيه ان خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموک فطلبها حتى وجدها و قال اعتمر رسول الله ﷺ فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم الى ناصيته فجعلتها فى هذه القلنسوة فلم اشهد قتالا وهى معى الا رزقت النصر۔

হজরত আব্দুল হুমাইদ ইবনো জাফর তাঁহার পিতার নিকট থেকে বর্ননা করিয়াছেন, হজরত খালেদ ইবনো অলীদ রাদী আল্লাহু আনহুর টুপী ইয়ারমুকের যুদ্ধে হারাইয়া গেলে তিনি তাহা তালাশ কিরিয়া শেষ পর্যন্ত যখন পাইয়াছেন, তখন তিনি বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উমরা করিয়া ছিলেন । যখন তিনি তাঁহার মস্তক মুন্ডন করিয়াছেন তখন লোক তাঁহার চুল মুবারকের চারিদিকে দৌড়াইয়া পড়িয়া ছিল । আমি তাহাদের থেকে আগে গিয়া কিছু কেশ মুবারক হাসেল করতঃ এই টুপীর মধ্যের রাখিয়া ছিলাম । আমি যত যুদ্ধ করিয়াছি, সমস্ত যুদ্ধে এই টুপীর অসীলায় জয়লাভ করিয়াছি। (খাসায়েসে কোবরা ১ম, ৬৮)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কথা তো অনেক উচ্চে ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁহার কেশ মুবারকের প্রতি সাহাবায়ে কিরাম দিগের অসাধারন আকীদাহ ছিল যে, তাঁহার পবিত্র কেশ থেকে বহু বর্কাত হাসেল করিতেন । হজরত খালেদ ইবনো অলীদ রাদী আল্লাহু আনহু কেশ মুবারকের বাস্তব বর্কাতের কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি ইহারই অসিলায় সমস্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি । হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু ইন্তেকালের সময়ে অসীয়াত করিয়া ছিলেন যে, আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কেশ ও নোখ মুবারক একটি বোতলে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি । আমার ইন্তেকালের পরে সেগুলিকে আমার সিজদার স্থানগুলিতে রাখিয়া দিবে ।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কেশ, নোখ, অজুর পানি ও তাঁহার ব্যবহৃত বস্তুগুলি থেকে বর্কাত হাসেল করা শির্ক নয়, বরং সাহাবায় কিরামদিগের সুন্নাত ।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কেশ মুবারককে অবমাননা করা কুফরী । জামে সাগীরের মধ্যে একটি হাদীস বর্নিত হইয়াছে, একদা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার একটি কেশকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন ইহা কি ? সাহাবায় কিরাম এক বাক্যে বলিয়া ছিলেন-الله و رسوله اعلم আল্লাহ ও তাঁহার রসুল বেশি জ্ঞাত রহিয়াছেন । তখন হুজুর পাক বলিয়াছেন - 'من اذا شعرة من شعری فالجنة حرام عليه' যে আমার একটি কেশকে অবমাননা করিবে তাহার প্রতি জান্নাত হারাম ।

প্রকাশ থাকে যে, মানুষ পাপের পাহাড় নিয়া কবরে পৌঁছিয়া গেলেও জান্নাত হারাম হইবে না । গোনাহগার মুমিন জাহান্নামে পৌছিয়া গেলেও শাফীউল মুজনিবীনের শাফায়াতে জান্নাতে যাইবে । কিন্তু কাহারো প্রতি জান্নাত হারাম হইবে না । জান্নাত হারাম একমাত্র কাফেরদের প্রতি । হুজুর পাক পরোক্ষ বলিয়া দিয়াছেন যে, আমার কেশকে অবমাননা করিলে আল্লাহর জান্নাত তাহার প্রতি হারাম হইয়া যাইবে অর্থাৎ সে হইল কাফের । এইজন্য হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব রদ্দুল মোহতারের মধ্যে বলা হইয়াছে - হুজুর পাকের চুল শরীফকে ছোট চুল বলিলে কাফের হইয়া যাইবে ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ২৬

اخـرج البـزار و ابويعلـى و الطبرانـى و الحاكم و البيهقى عن عبد الله بن الزبير انه اتى النبى ﷺ و هو يحتجم فلما فرغ قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث لايراك احد فشربه فلمارجع قال يا عبد الله ما صنعت قال جعلته فى اخفى مكان علمت انه مخفى عن الناس قال لعلك شربته قلت نعم ـ

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইর রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, তিনি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে হাজির হইয়াছেন যখন তিনি রক্ত বাহির করিতে ছিলেন । ইহা থেকে বিরত হইয়া তিনি বলিয়াছেন, আব্দুল্লাহ ! এই রক্ত নিয়া নাও এবং ইহা এমন স্থানে ফেলিয়া দিবে যে, কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না । হজরত আব্দুল্লাহ তাহা পান করিয়া নিয়াছেন । অতঃপর যখন তিনি ফিরিয়াছেন, তখন হুজুর পাক তাহাকে বলিয়াছেন - আব্দুল্লাহ! তুমি কি করিয়াছো ? তিনি বলিয়াছেন, আমি তাহা সব চাইতে গোপন স্থানে রাখিয়া দিয়াছি । আমার উদ্দেশ্য মানুষের নজর থেকে গোপন করিয়াছি । হুজুর পাক বলিয়াছেন, তুমি তাহা পান করিয়াছো । আমি বলিয়াছি - হ্যাঁ ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি সাহাবায় কিরামদিগের ধারনা ছিল অসাধারন । যেখানে তাঁহার সম্মানের ব্যাপার আসিয়া গিয়াছে সেখানে তাঁহারা কোরয়ানী আদেশ ও নিষেধের দিক না তাকাইয়া তাঁহার সম্মান বহাল রাখিয়াছেন। কোরয়ান পাকে রক্ত খাওয়া হারাম বলা হইয়াছে । হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইর রাদী আল্লাহু আনহু একজন উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী ছিলেন । নিশ্চয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি অবগত ছিলেন যে, রক্ত হারাম । তবুও সেদিকে খেয়াল না করিয়া হুজুর পাকের দিকে খেয়াল করিয়াছেন যে, তাঁহার পবিত্র দেহের পবিত্র রক্তকে জমীনে ফেলিয়া দেওয়া হইবে এক প্রকারের অসম্মান করা । তাই তিনি না ফেলিয়া পান করিয়া নিয়াছেন ।

(খ) হুজুর পাকের নির্দেশ অমান্য করা হারাম । কিন্তু এই স্থলে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইরকে হুকুম অমান্য কারী বলা যাইবে না । কারন, তিনি হুজুর পাকের সম্মানার্থে তাঁহার নির্দেশ পালন করেন নাই । ইহাতে হুজুর পাকও অসন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন না । হুজুর পাক তাঁহার রক্ত মুবারক কে ফেলিয়া দিতে নির্দেশ দিয়া ছিলেন।

(গ) হুজুর পাক জ্ঞাত ছিলেন যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইর তাঁহার রক্তকে পান করিয়া নিবেন । এইজন্য তিনি বলিয়া ছিলেন যে, রক্ত এমন জায়গায় ফেলিবে যেন কেহ তোমাকে দেখিতে না পায় । আবার হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইর যখন বলিয়াছেন যে, আমি অত্যন্ত গোপন স্থানে ফেলিয়া দিয়াছি তখন হুজুর পাক বলিয়াছেন, তুমি তাহা পান করিয়া নিয়াছো ।

প্রকাশ থাকে যে, হুজুর পাকের রক্ত মুবারক পাক পবিত্র । অন্য রক্তের ন্যায় তাহা হারাম ছিল না । এইজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো যোবাইরকে তিরোস্কার করিয়া ছিলেন না ।

হাদীস - ২৭

اخرج الشيخان عن عائشة قالت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فقال يا عائشة ان عينى تنامان ولا ينام قلبى ۔

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি বিতির পড়িবার পুর্বে ঘুমাইয়া যান ? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আয়শা ! নিশ্চয় আমার চক্ষুদয় ঘুমাইয়া থাকে কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না । (বোখারী মোসলেম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) উম্মাত ও নবীর মধ্যে একটি বড় পার্থক্য যে, উম্মাত ঘুমাইলে তাহার অন্তরও ঘুমাইয়া যায় । এইজন্য নিদ্রার পরে অজু না করিয়া নামাজ পড়া জায়েজ নয় । কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিদ্রার পরে বিনা অজুতে নামাজ পড়িয়াছেন ।

(খ) নিদ্রার ব্যাপারে সমস্ত পয়গম্বরদিগের অবস্থা এক প্রকার । যেমন হজরত আনাস ইবনো মালিক রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - "قال رسول الله ﷺ الانبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم" হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, সমস্ত নবীগনের চক্ষুদয় ঘুমাইয়া থাকে এবং তাহাদের অন্তরগুলি ঘুমায় না । (বোখারী ও মোসলেম)

(গ) নিদ্রায় মানুষের সমস্ত দেহ ঢিল হইয়া যায় । এই অবস্থায় সে তাহার দেহের কোন খোঁজ খবর রাখিয়া থাকে না । এইজন্য নিদ্রার পরে নামাজ পড়িবার জন্য অজু করা ফরজ হইয়া থাকে । কিন্তু নবীগনের অবস্থা সম্পূর্ন সতন্ত্র । তাঁহারা নিদ্রাবস্থায় নিজেদের দেহ থেকে বেখবর থাকেন না । নিদ্রার কারনে তাঁহাদের উপরে অজু ফরজ ছিল না, বরং তাঁহাদের শান ও সম্মানের জন্য অজু ফরজ ছিল। নিদ্রার পরে বিনা অজুতে নামাজ পড়া হুজুর পাকের জন্য খাস ।

হাদীস - ২৮

اخرج الحارث بن ابى اسامة عن مجاهد قال اعطى رسول الله ﷺ قوة بضع واربعين رجلا كل رجل من اهل الجنة ـ

হজরত মুজাহিদ থেকে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে উনপঞ্চাশ (৪৯) জন জান্নাতী পুরুষের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আল্লাহ তায়ালা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে তিন প্রকার রূপ দান করিয়াছেন - বাশারী, মালাকী ও হাক্কী । তিনি তাঁহার হাক্কী সূরাতের দিকে ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন - "من رانى فى المنام فقدراى الحق' যে ব্যক্তি আমাকে স্বপনে দেখিয়াছে সে অবশ্যই হক্ককে দেখিয়াছে । (মিশকাত) অনুরূপ তিনি আরো ঘোষনা করিয়াছেন - "لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل" আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে আমার একটি সময় অতিক্রম হইয়া থাকে, যে সময়ের মধ্যে না কোন নিকটস্থ ফিরিশতা অংশ নিতে পারে, না কোন প্রেরিত রসুল । (রূহুল বাইয়ান)

তিনি তাঁহার মালাকী সুরাতের দিকে ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন - "ابيت عند ربى وهو يطعمنى ويسقينى" আমি আমার প্রতি পালকের নিকটে রাত কাটাইয়া থাকি । তিনি আমাকে পানাহার করাইয়া থাকেন ।(রূহুল বাইয়ান)

তিনি তাঁহার বাশারী সুরাতের দিকে ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন - "انما انا بشر مثلكم" আমি তোমাদের মত বাশার । (আল কোরয়ান)

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাকীকাতে মুহাম্মাদীয়া রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ ব্যতিত কেহ অবগত নয় । তাই তিনি হজরত আবু বাকার সিদ্দিককে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "يا ابا بكر لم يعرفنى حقيقة سوى ربى" আবু বাকার ! আমার প্রতিপালক ছাড়া কেহ আমার হাকীকাত (প্রকৃত অবস্থা) অবগত নয় । হজরত জিবরাঈল আমীন মীরাজের রাতে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত হুজুর পাকের মালাকী (ফিরিশতায়ী) ক্ষমতা দেখিয়া ছিলেন ।। অতঃপর যখন তাঁহার হাকিকী সুরাত বা আসল অবস্থা প্রকাশ হইবার সময় হইয়াছিল, তখন জিবরাঈল আমীন বলিয়া ছিলেন - "ان بينى وبينه سبعين حجابا من نور لو دنوت من بعضها لاحرقت" ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আমার ও আমার প্রতি পালকের মাঝে সত্তর হাজার নূরের পরদা রহিয়াছে । যদি আমি উহার সামান্য নিকটবর্তী হইয়া থাকি, তাহা হইলে জ্বলিয়া যাইব । (মিশকাত) সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহু আকবার ! জগতবাসী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাকীকাত অবগত নয় । তাঁহার মালাকীয়াতের মুকাবেলা করা তো দুরের কথা তাঁহার বাশারীয়াতের মুকাবিলা করিতে সক্ষম নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ২৯

اخرج الطبرانى من طريق عكرمة عن ابن عباس والدينورى فى (المجالسة) من طريق مجاهد عن ابن عباس قال ما احتلم نبى قط وانما الاحتلام من الشيطان"

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, ما احتلم نبى قط হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের وانما الاحتلام من الشيطان" কখনো স্বপ্নোদোষ হয় নাই । কারন, স্বপ্নোদোষ শয়তানের তরফ থেকে হইয়া থাকে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭০পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রতিটি মানুষের জীবনে স্বপ্নোদোষ হওয়া একটি স্বাভাবিক অবস্থা । কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পাক পবিত্র ছিলেন । কারন, স্বপ্নোদোষের মধ্যে শয়তানের দখল থাকে । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম শয়তানের সমস্ত রকম দখল থেকে মুক্ত ছিলেন । আল্লাহ তায়ালা হুজুর পাকের পবিত্র সত্ত্বার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন ইহাই হইল তাঁহার সহিত আমাদের এক পার্থক্য ।

হাদীস - ৩০

قال الحاكم فى (المستدرك) اخبرنى مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن جرير حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقى حدثنا

pdf By Syed Mostafa Sakib

ابراهيم بن سعد حدثنا النهال بن عبد الله عمن ذكره عن ليلى مولاة عائشة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته فدخلت فلم ارشيئاو وجدت ريح المسک فقلت يا رسول الله انى لم ارشيئا قال ان الارض امرت ان تكفته منامعاشر الانبياء۔

হজরত আয়শা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পায়খানা ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন । অতঃপর আমি প্রবেশ করিয়াছি । আমি কিছু দেখিতে পাই নাই । অবশ্যই আমি মুশকের সুগন্ধ পাইয়াছি । আমি বলিয়াছি, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমি কিছু দেখিতে পাই নাই । হুজুর পাক বলিয়াছেন, আদিষ্ট মাটি সমস্ত নবীগনের অতিরিক্ত জিনিষকে ঢাকিয়া নিয়া থাকে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হজরত জালালুদ্দীন সীউতী আলাইহির রহমা বর্তমান হাদীসটি কয়েকটি সুত্রে বর্ননা করিয়া সহী প্রমান করিয়া দিয়াছেন । দুনিয়ার কোন মানুষ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পায়খানা দেখে নাই । অন্য বর্ননায় বলা হইয়াছে -

"قال انا معشر الانبياء تنبت اجسادنا على ارواح اهل الجنة فماخرج منهامن شئى ابتلعته الارض"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমরা সমস্ত নবীগনের জামায়াত; আমাদের দেহগুলি জান্নাতীদের রূহগুলির অবস্থায় পয়দা করা হইয়া থাকে । সুতরাং সেগুলি থেকে যাহা বাহির হইয়া থাকে তাহা মাটি ভক্ষন করিয়া নিয়া থাকে । (খাসায়েসে কোবরা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ৩১

اخرج الحسن بن سفيان فى مسنده و ابو يعلى والحاكم و الدارقطنى و ابونعيم عن ام ايمن قالت قام ﷺ من الليل انى فخارة فى جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل و انا عطشانة فشربت مافيها فلما اصبح اخبرته فضحك و قال انك لن تشتكى بطنك بعد يومك هزا ابدا۔

হজরত উম্মে আয়মান রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাতে উঠিয়া বাড়ির এক কোনায় একটি পাত্রে পেশাব করিয়াছেন। আমি রাতে পিপাষাবস্থায় উঠিয়া তাহা পান করিয়া নিয়াছি । আমি সকালে এই কথা হুজুর পাককে বলিয়াছি । অতঃপর তিনি হাঁসিয়া বলিয়াছেন, আজ থেকে তোমার কোন দিন পেটের অসুখ হইবে না ।(খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭১পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পেশাব পায়খানা উম্মাতের জন্য পাক পবিত্র । যেমন রদ্দুল মুহতারের মধ্যে বলা হইয়াছে -

"صحح بعض ائمة الشافعية طهارة بوله ﷺ وسائر فضلاته وبه قال ابو حنيفة كمانقله فى المواهب اللدنية عن شرح البخارى للعينى"

একাংশ শাফয়ী সহী প্রমান করিয়া দিয়াছেন যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পেশাব পায়খানা সবই পাক । অনুরূপ ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যেমন মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়ার মধ্যে বোখারীর ব্যাখ্যায় 'আয়নী' এর উদ্ধৃতিতে নকল করা হইয়াছে। উলামায় কিরাম বলিয়াছেন, ইহা হইল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট। প্রকাশ থাকে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র পেশাব ও পায়খানা থেকে মুশক আম্বারের সুগন্ধ বাহির হইত। আরো প্রকাশ থাকে যে, যাহারা আল্লাহর রসুলের পেশাব পায়খানার বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবগত নয় তাহারা তাঁহার পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কে কেমন করিয়া অবগত হইতে পারে !

হাদীস - ৩২

اخرج الشيخان عن انس قال ماسست

حرير اولاديباجا الين من كف رسول الله

صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرا اطيب من

ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم .

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাতে হাত দিয়া দেখিয়াছি যে, তাহা রেশম ও সিল্ক অপেক্ষা নরম এবং আমি তাঁহার দৈহিক সুগন্ধ অনুভব করিয়াছি, যাহা মুশক ও আম্বার অপেক্ষা উত্তম। (বোখারী, মোসলেম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭৪ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুবারক দেহকে এক অসাধারন করিয়া পয়দা করিয়াছেন যাহা দুনিয়ার কোন মানুষের সহিত মিল নয়। সাহাবায় কিরাম তাঁহার দৈহিক সুগন্ধ অনুভব করিয়া বুঝিয়া নিতেন যে, তিনি এই পথ ধরিয়া গিয়াছেন। মানুষ নিজের দেহের ঘর্ম গন্ধ নিজেই বর্দাশত করিতে পারে না। কিন্তু তাহার দেহের ঘামকে মানুষ মুশক ও আম্বারের স্থলে ব্যবহার করিতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ৩৩

اخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال لماولد النبى صلى الله عليه وسلم عق عنه عبد المطلب بكش وسماه محمدا فقيل له يا ابا الحارث ماحملك على ان سميته محمدا ولم تسمه باسم آبائه قال اردت ان يحمده الله فى السماء ويحمده الناس فى الارض۔

হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জন্ম গ্রহন করিলে তাঁহার পক্ষ থেকে তাঁহার দাদা হজরত আব্দুল মুত্তালিব একটি দুম্বা জবাহ করতঃ আকিকাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার নাম রাখিয়াছেন মোহাম্মাদ । লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আবুল হারেস ! মোহাম্মাদ নাম রাখিতে আপনাকে কে প্রেরনা প্রদান করিয়াছে যে, আপনি আপনার বাপ দাদার নামের সহিত নাম রাখিলেন না ? তিন বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আসমানে প্রসংশা করিবেন এবং তাঁহাকে মানুষ জমীনে প্রসংশা করিবে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হাদীস পাক থেকে প্রমান হইতেছে যে, ইসলাম আসিবার পূর্ব থেকে আকীকাহ করিবার প্রথা ছিল ।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দাদা হজরত আব্দুল মুত্তালিব তাওহীদের উপর কায়েম ছিলেন । তিনি হুজুর পাকের নবুওয়াতের আলামত বুঝিতে পারিয়া ছিলেন । এই কারনে মানুষের প্রশ্নের উত্তরে সেই দিকে ইংগিত করতঃ জবাব দিয়াছেন ।

(গ) এই সময়ে পৃথিবীতে মোহাম্মাদ নাম চালু ছিল না । কেবল দুই একজন আহলে কিতাব তাহাদের পুত্রদের নাম এই আশায় মোহাম্মাদ নাম রাখিয়া ছিল

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে, যদি শেষ জামানার পয়গম্বর হইয়া যান। কারণ, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব গুলিতে বলা হইয়াছে, শেষ জামানার পয়গম্বরের নাম হইবে মোহাম্মাদ।

(ঘ) একাংশ আলেম বলিয়াছেন, হুজুর পাকের এক হাজার নাম। তন্মধ্যে কিছু কোরয়ান পাকে বর্নিত হইয়াছে, কিছু হাদীস পাকে বর্নিত হইয়াছে ও কিছু পূর্ববর্তী কিতাব গুলিতে বর্নিত হইয়াছে। অবশ্যই মোহাম্মাদ ও আহমাদ নাম ব্যাপক ভাবে চালু।

(ঙ) খাসায়েসে কোবরার মধ্যে হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ اسمى فى القرآن محمد وفى الانجيل احمد وفى التوراة احيد انما سميت احيد لانى احيد امتى عن نار جهنم-

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, কোরয়ান শরীফে আমার নাম মোহাম্মাদ। ইনজীলে আহমাদ ও তাওরাতে আহীদ। আহীদ নাম এইজন্য রাখা হইয়াছে যে, আমি আমার উম্মাতকে জাহান্নাম থেকে বাহির করিবো।

(চ) 'আহমাদ' 'احمد' এর অর্থ প্রসংশাকারী। প্রকাশ থাকে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন আল্লাহ তায়ালার সব চাইতে বড় ও বেশি প্রসংশাকারী। অনুরূপ 'মোহাম্মাদ' 'محمد' এর অর্থ প্রসংশিত। প্রকাশ থাকে যে, হুজুর পাকের থেকে বড় প্রসংশিত মাখলুকাতের মধ্যে কেহ নাই।

(ছ) 'মোহাম্মাদ' 'محمد' এমন একটি নাম যে, কেহ এই নামকে উচ্চারন করতঃ কোন প্রকার বদনাম করিতে পারিবে না। অন্যথায় বদনাম কারী হইবে মিথ্যাবাদী। এইজন্য কাফেররা হুজুর পাকের নাম রাখিয়া ছিল مذمم **'মোজাম্মাম'** এই নাম উচ্চারন করতঃ তাহারা গালাগালি করিত। সাহাবাগন হুজুর পাকের নিকট কাফেরদের গালাগালির কথা শুনাইলে তিনি বলিতেন, তাহারা গালি দিয়া থাকে মোজাম্মামকে। আমি হইলাম মোহাম্মাদ। মুজাম্মামের অর্থ হইল নিন্দেনীয়।

(জ) খাসায়েসে কোবরার একটি বর্ননায় বলা হইয়াছে, যাহার তিনটি পুত্র সন্তান হইয়াছে এবং সে কাহারো নাম মোহাম্মাদ রাখে নাই, সে মুর্খামি করিয়াছে।

(ঞ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কিছু নাম -

pdf By Syed Mostafa Sakib

"اكرم- امين- اوّل- آخر- بشير- جبار- حق- خبير-

ذوالقوة- رؤف- رحيم- شهيد- شكور- صادق- عظيم-

عفو- عالم- عزيز- فاتح- كريم- مبين- مؤمن-

مهيمن- مقدس- مولى- ولى- نور- هادى- طه-

يٓس- احد- اصدق- احسن- اجود اعلى- امر-

ناهى- باطن- بر- برهان- حاشر- حافظ- حفيظ-

حسيب- حكيم- حليم- حى- خليفة- داعى- رافع-

واضع- رفيع الدرجات- سلام- سيد- شاكر- صابر-

صاحب- طيب- طاهر- عدل- على- غالب- غفور-

غنى- قائم- قريب- ماجد- معطى- ناسخ- ناشر-

وفى- حٓم- نون- عاقب- ماحى- خاتم- نبى التوبة-

نبى الملحمة- نبى- الرحمة- نبى الملاحم-

ابو القاسم- حمطايا- فارقليطا- ماذماذ-

আকরামু, আমীনুন, আউয়ালুন, আখিরুন, বশীরুন, জাব্বারুন, হাক্কুন, খাবীরুন, জুল কুওয়াহ, রাউফুন, রহীমুন, শহীদুন, শাকুরুন, সাদিকুন, আযীমুন, আফউন, আলিমুন, আজীজুন, ফাতিহুন, কারীমুন, মবীনুন, মুওমিনুন, মহাইমিনুন, মকাদ্দাসুন, মাওলা, অলীউন, নুরুন, হাদিউন, তহা, ইয়াসিন, আহাদুন, আসদাকু, আহসানু, আজওয়াদু, আ'লা, আমিরুন, নাহিউন, বাতিনুন, বিররুন, বরহানুন, হাশিরুন, হাফিজুন, হাফীজুন, হাসিবুন, হাকীমুন, হালীমুন, হাইউন, খলীফাতুন, দায়িউন, রাফেউন, ওয়াজিউন, রাফীউদদারাজাত, সালামুন, সাইয়েদুন, শাকিরুন, সাবিরুন, সাহিবুন, তাইয়েবুন, তাহিরুন, আদলুন, আলীউন, গালিবুন, গফুরুন, গবীউন, কায়েমুন, কারীবুন, মাজিদুন, মু'য়তিউন, নাসিখুন, নাশরুন, অফীউন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

হামিম, নুন, আকিবুন, মাহিউন, খাতিমুন, নহিউন নাওবাতিন, নবীউল মুলহামাহ, নবীউর রাহমাত, নবীউম মালাহিম, আবুল কাসিম, হামতাইয়া, ফারকালীত, মাযমাযুন।

হাদীস - ৩৪

واخرج العدني في مسنده والطبراني في الاوسط وابونعيم وابن عساكر عن علي بن ابي طالب ان النبي ﷺ قال خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدني ابي وامي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شئ۔

হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি বিবাহিত মাতার থেকে প্রকাশ হইয়াছি, না আমি প্রকাশ হইয়াছি অবৈধ মাতার থেকে। হজরত আদমের যুগ থেকে আমার পিত মাতা পর্যন্ত সমস্ত অবস্থা ছিল বৈধ। জাহিলিয়াতের কোন নোংরামী আমাকে গ্রাস করিতে পারে নাই। (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৩৭পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) আল্লাহ তায়ালা নূরে মোহাম্মাদীকে যুগ যুগান্ত পূর্বে পয়দা করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সেই নুর হজরত আদম ও হাওয়ার মধ্যে পরিবর্তন হইতে হইতে হজরত আব্দুল্লাহ ও হজরত আমিনা পর্যন্ত পৌছিয়াছে। নুরে মোহাম্মাদী যে পথ ধরিয়া মাতা হজরত আমিনার পবিত্র পেট বা উদর পর্যন্ত পৌছিয়াছে সে পথ সব সময়ে ছিল পাক পবিত্র। কোন জায়গায় শির্কি ও কুফরের অপবিত্রতা ছিল না। যেমন কোরয়ান পাকে ঘোষনা করা হইয়াছে -"وتقلبك في الساجدين" প্রিয় পয়গম্বর! তোমার পরিবর্তন সব সময়ে সিজদাকারীদের মধ্যে হইয়াছে। হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - "مازال النبي ﷺ يتقلب

pdf By Syed Mostafa Sakib

"لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في اصلاب الانبياء حتى ولدته امه" হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সব সময় পয়গম্বরদিগের পিঠ থেকে পরিবর্তন হইয়াছেন, শেষ পর্যন্ত তাঁহার মাতা তাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন। (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৩৮ পৃষ্ঠা)

(খ) জাহিলীয়াতের যুগে মানুষ ছিল গান বাজনায়, রঙ তামাশায়, মদে মাতলামীতে ও বিভিন্ন নোংরামীর মধ্যে। কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পিতা মাতা ছিলেন সমস্ত প্রকার নোংরামী থেকে পাক পবিত্র। জাহিলীয়াতের কোন প্রকার গন্ধ তাহাদের গায়ে লাগিয়া ছিল না।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পিতা মাতা কেবল জাহিলীয়াতের নোংরামী থেকে বিরত ছিলেন এমন কথা নয়, বরং তাঁহারা তাওহীদের উপরে কায়েম ছিলেন।

হাদীস - ৩৫

اخرج البخاری فی التاریخ وابن ابی شیبة فی المصنف و ابن سعد عن یزید بن الاصم قال

ماتثائب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط.

হজরত ইয়াযিদ ইবনো আসাম বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কখনো হাই আসে নাই। (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৫ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বাশার হইয়াও বাশারীয়াতের উর্ধে ছিলেন। দুনিয়ার সমস্ত বাশারের উপরে সময়ে সময়ে হাই আসিয়া থাকে এই হাই কিন্তু কাহারো কন্ট্রলে থাকে না। যখন মানুষের উপরে হাই আসিয়া থাকে তখন তাহার মুখ ফাক হইয়া যায় এবং মানুষ তখন সাধারনতঃ গালে হাত দিয়া থাকে। কিন্তু আম্বিয়ায় কিরাম এই হাই থেকে পাক ছিলেন। বিশেষ করিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কখনো এই হাইয়ের কবজায় পড়িয়া ছিলেন না। এই প্রকার আরো বহু জিনিষ রহিয়াছে যে. যেগুলি দ্বারা সাধারন মানুষের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য হইয়া থাকে । শেষ কথা হইল যে, আমরা হইলাম ইনসান এবং তিনি হইলেন ইনসানে কামেল ।

হাদীস - ৩৬

اخرج البيهقي وابونعيم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوم الجمعة على المنبر فقال للناس اجلسوا فسمعه عبد الله بن رواحة وهو في بني غنم فجلس في مكانه.

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জুমআর দিনে মিম্বারে বসিয়া মানুষকে বলিয়াছেন- তোমরা বসো । এই সময়ে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো রাওয়াহা রাদী আল্লাহু আনহু গানাম গোত্রে ছিলেন । সেখান থেকে তিনি এই শব্দ শ্রবন করতঃ তিনি তাঁহার বাড়িতে বসিয়া গিয়াছেন । (বায়হাকী, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গনাম গোত্র সম্পর্কে আমার সঠিক জানা নাই । কিন্তু মসজিদে নবুবী থেকে গনাম গোত্র অনেক দুর এলাকায় ছিল । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মানুষকে যে বসিতে বলিয়া ছিলেন তাহা তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করতঃ বলিয়া ছিলেন এমন কথা নয়, তিনি না কর্কশ ভাষী ছিলেন, না তিনি খুব জোরে কথা বলিতেন । বরং তাঁহার কথার মধ্যে অলৌকিকত্ব ছিল । সাধারন মানুষের সঙ্গে তাঁহার ইহাও একটি বিরাট পার্থক্য ছিল ।

হাদীস - ৩৭

واخرج احمد بسند صحيح عن ابن عباس قال قال

pdf By Syed Mostafa Sakib

رسول الله ﷺ رأيت ربي عزوجل۔

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আন হুমা হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি আমার প্রতিপালককে দেখিয়াছি । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ১৬১ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হসদীটি সহী । ইমাম আহমাদ উক্ত হাদীসটি সহী সনদে বর্ননা করিয়াছেন ।

(খ) বর্তমান হাদীস থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, কেবল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খোদা তায়ালাকে দেখিয়াছেন । এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আরো একটি হাদীস বর্নিত হইয়াছে -

"عن ابن عباس انه كان يقول ان محمد ﷺ رأى ربه مرتين مرة ببصره مرة بفواده"

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আন হুমা বলিয়াছেন, নিশ্চয় মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাঁহার প্রতিপালককে দেখিয়াছেন । একবার তাঁহার চর্মচক্ষু দিয়া ও একবার তাঁহার অন্তচক্ষু দিয়া ।(খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ১৬১ পৃষ্ঠা)

(গ) আল্লাহ তায়ালার জাত বা সত্ত্বা দেহ ও দৈহিকতা থেকে পাক পবিত্র । এইজন্য সবার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার দর্শন কাহারো পক্ষে সম্ভব নয় । কোন নবী আল্লাহ তায়ালাকে দেখেন নাই । একমাত্র হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দর্শন লাভ করিয়াছেন কিন্তু তাহা বর্ননাতীত ও কল্পনাতীত । মোট কথা, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দেখিবার জন্য দুইটি চক্ষু পয়দা করিয়াছেন । সেই চক্ষু দুইটি দান করিয়াছেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ।

(ঘ) আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করাই হইল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট । ইহা অস্বীকার করা হইবে গোমরাহী ।

(ঙ) আল্লাহ তায়ালা গায়বুল গায়েব হইয়াও তাহার মাহবুব মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দর্শন দিয়াছেন । এইবার দুনিয়ার কোন্ জিনিষ তাঁহার নজরের আড়ালে থাকিতে পারে ! শেষ কথা হইল যে, আল্লাহ তায়ালা হুজুর পাক

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে এক অসাধারন করিয়া পয়দা করিয়াছেন।

হাদীস - ৩৮

واخرج مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله ﷺ هل نفعت ابا طالب بشئي فانه قد كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح من النار ولولا انا لكان فى الدرك الاسفل من النار.

হজরত আব্বাস ইবনো আব্দুল মোত্তালিব রাদী আল্লাহুমা আনহু বলিয়াছেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি(আপনার চাচা)আবু তালিবকে কি কিছু উপকার করিয়াছেন? তিনি তো আপনাকে হিফাজত করিয়াছেন এবং আপনার জন্য (অনেকের উপরে) ক্রোধ করিয়াছেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - হ্যাঁ। সে পা পর্যন্ত আগুনে রহিয়াছে। যদি আমি না হইতাম,তাহা হইলে নিশ্চয়সে জাহান্নামের গভীরে থাকিতো। (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৮৭ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আবু তালিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আপন চাচা ও হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর পিতা ছিলেন। ইঁনি ছিলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চাচাদের মধ্যে সব চাইতে নরম প্রকৃতির ও শান্ত মেজাজী। সারা জীবন হুজুর পাকের সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। হুজুর পাকের বিরুদ্ধে কাফেরদের অনেক প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করিয়া দিয়াছেন। দাদা হজরত আব্দুল মোত্তালিবের পরে হুজুর পাক তাহারই লালন পালনে ছিলেন। হুজুর পাকের প্রতি তাঁহারই ভালবাসার কোন রকম কমি ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হুজুর পাকের প্রতি ঈমান আনিয়া ছিলেন না। অকাট্ট দলীলে প্রমানিত যে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে কুফরের উপরে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ৩৯

اخــرج ابــن مـاجة وابـونـعيـم عـن اوس بـن اوس

الثقفى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من افضل ايامكم يوم

الجمعة فاكثروا على الصلوة فيه فان صلاتكم تعرض

عـلـى قـالـوا يـارسـول الـلـه وكيف تعـرض عليك

صلاتنا وانت قد ارمت يعنى بليت فقال ان الله حرم

على الارض ان تأكل اجساد الانبياء ـ

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের দিনগুলির মধ্যে জুমুয়ার দিন হইল সব চাইতে উত্তম । সুতরাং জুমুয়ার দিনে আমার প্রতি বেশি করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিবে । নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার নিকটে পৌছানো হইয়া থাকে । সাহাবায় কিরাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমাদের দরূদ আপনার নিকট কেমন করিয়া পৌছানো হইয়া থাকে ? আপনিতো অবশ্যই মাটির সহিত মিশিয়া যাইবেন । হুজুর পাক বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা নবীগনের দেহগুলিকে খাওয়া মাটির উপরে হারাম করিয়া দিয়াছেন। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ২৭৯ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীস থেকে বিশ্ব মুসলিমদের অকাট্ট ধারনা যে, সমস্ত নবীগনের দেহ মুবারক অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহ । সমস্ত নবীগন কবরে স্বশরীরে জীবিত যেমন হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত হইয়াছে - ”ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الانبياء احياء فى قبورهم يصلون“ নবীগন কবরে জীবিত এবং তাহারা নামাজ পড়িয়া থাকেন । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১৮১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত সাইদ ইবনো মুসাইয়াব বলিয়াছেন -"لم ازل اسمع الاذان والاقامة في قبر رسول الله ﷺ ايام الحرة حتى عاد الناس"

মদীনা আক্রমনের দিন আমি সব সময়ে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কবর থেকে আজান ও ইকামাত শুনিতাম, যত দিন পর্যন্ত মানুষ মদীনায় ফিরিয়া না আসিয়া ছিল । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ২৮১ পৃষ্ঠা)

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হায়াতুন্নাবী এবং তিনি উম্মাতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত । যেমন তিনি নিজেই বলিয়াছেন -

"حياتي خير لكم وموتي خير لكم تعرض علي اعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليه و ما كان من سئيي استغفرت الله لكم"

আমার (জাহিরী) জীবন তোমাদের জন্য মঙ্গল এবং আমার ইন্তেকালও তোমাদের জন্য মঙ্গল । তোমাদের সমস্ত আমল আমার নিকটে পেশ করা হইয়া থাকে । ভাল আমল হইলে আমি সে সম্পর্কে আল্লাহকে প্রশংসা করিয়া থাকি । আর আমল মন্দ হইলে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিয়া থাকি । (খাসায়েসে কোবরা, দ্বিতীয় খন্ড ২৮১ পৃষ্ঠা)

(গ) যেহেতু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বেশি করিয়া দরূদ পাঠ করিতে বলিয়াছেন । এইজন্য এখানে দরূদ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করিতেছি ।

☆

হজরত আবু হুরাইরা হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকটে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আমি তাহা সরাসরি শুনিয়া থাকি । আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি দুর থেকে দরূদ পাঠ করিবে, তাহার দরূদ আমার নিকটে পৌঁছানো

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইয়া থাকে।

☆

হজরত আমম্মার বলিয়াছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি-

"ان لله تعالى ملكا اعطاه الله اسماع الخلائق قائم على على قبرى فمامن احد يصلى الاابلغنيها"

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার একজন ফিরিশতা রহিয়াছে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুকের শ্রবন শক্তি দান করিয়াছেন। কেহ আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিলে তাহার দরূদ আমার নিকট পৌছাইয়া থাকেন।

☆

হজরত আলী হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ صلوا على وسلموا حيثما كنتم فيبلغنى سلامكم وصلاتكم"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমারা আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করো। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের সালাম ও দরূদ আমার নিকটে পৌছানো হইবে।

☆

হজরত আনাস হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ من صلى على فى يوم جمعة وليلة جمعة مائة من الصلاة قضى الله مائة حاجة سبعين من حوائج الاخرة وثلاثين من حوائج الدنيا وكل الله بذلك ملكا يدخله على قبرى كما تدخل عليكم الهدايا ان علمى بعد موتى كعلمى فى الحياة"

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, জুমআর দিনে ও জুমআর রাতে যে ব্যক্তি আমার উপরে একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার একশত প্রয়োজন মিটাইয়া দিবেন। সত্তরটি আখেরতের ও তিরিশটি দুনিয়াবী প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা দরূদ পৌঁছাইবার জন্য একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন যিনি আমার কবরে দরূদ পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন, যেমন তোমাদের নিকটে উপঢৌকন পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে। হায়াতে ও মওতে আমার জ্ঞানে কোন পার্থক্য নাই।

☆

হজরত ইবনো আব্বাস থেকে বর্নিত হইয়াছে -

"ليس احد من امة محمد ﷺ يصلي او يسلم عليه الا بلغه يصلي عليك فلان ويسلم عليك فلان"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে যখন কেহ তাঁহার প্রতি দরূদ সালাম পাঠ করিয়া থাকে, তখন তাঁহার নিকটে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে যে, অমুক আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিতেছে এবং অমুক আপনার প্রতি সালাম পাঠ করিতেছে।

☆

হজরত আবু হুরাইরা হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"ان رسول الله ﷺ قال مامن احد يسلم علي الارد الله على روحي حتى ارد عليه السلام"

নিশ্চয় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কেহ আমাকে সালাম দিয়া থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা আমার নিকটে তাহা পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন এবং আমি তাহার সালামের জবাব দিয়া থাকি।

দরূদ ও সালাম সম্পর্কে হাদীসগুলি খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ২৮০

pdf By Syed Mostafa Sakib

পৃষ্ঠা থেকে নকল করিয়া দিলাম ।

☆

হজরত জাফর ইবনো মোহাম্মাদ তাঁহার পিতার নিকট থেকে বর্ননা করিয়াছেন-

"ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فلم يصل على فقد خطئى طريق الجنة"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার নিকটে আমার নাম জিকির হইয়াছে এবং সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে নাই, নিশ্চয় সে জান্নাতের রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছে ।

☆

হজরত আবু হুরাইরা হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على فان صلاتكم على زكوة نكم"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো । নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ তোমাদের জন্য যাকাত স্বরূপ ।

☆

হজরত আনাস হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على فان صلاتكم على كفارة نكم"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো । নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ হইল তোমাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য (তোমাদের গোনাহের) কাফ্ফারাহ ।

☆

হজরত খালেদ ইবনো ত্বহান হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ من صلى على صلوة واحدة قضيت له مائة حاجة"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তাহার একশতটি প্রয়োজন পূর্ন হইয়া যাইবে ।

☆

হজরত আলী ইবনো আবী তালিব হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ ما من دعاء الا بينه و بين السماء حجاب حتى يصلى على النبى ﷺ و على ال محمد فاذا فعل ذلك انخرق الحجاب و دخل الدعاء وان لم يفعل ذلك رجع الدعاء"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার প্রতি ও আমার আওলাদের প্রতি দরূদ শরীফ যতক্ষন না পড়া হইয়া থাকে ততোক্ষন দুয়া কারীর দুয়া তাহার ও আসমানের মাঝে হিজাব বা পর্দা হইয়া থাকে । অতঃপর যখন দরূদ শরীফ পড়িয়া থাকে তখন এই হিজাব ফাটিয়া দুয়া প্রবেশ করিয়া থাকে । আর যদি কেহ দরূদ পাঠ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে দুয়া কবুল হইয়া থাকে না ।

☆

হজরত উমার ইবনো খাত্তাব বর্ননা করিয়াছেন -

"الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شئى حتى تصلى على نبيك"

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুয়া আসমান ও জমীনের মাঝখানে অবস্থান করিয়া থাকে। কোন দুয়া কবুল হইয়া থাকে না যতক্ষন না তুমি তোমার নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করিয়া থাকো।

☆

হজরত সাইদ ইবনো মুসাইয়াব বলিয়াছেন -

"مامن دعوة لايصلى على النبى ﷺ قبلها الاكانت معلقة بين السماء والارض"

যে দুয়ার পূর্বে হজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা না হইয়া থাকে, তাহা আসমান ও জমীনের মাঝে লটকাইয়া থাকে।

☆

হজরত আবু দারদা হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ من صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسى عشرا ادركته شفاعتى يوم القيامة"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকালে দশবার ও সন্ধায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত পাইবে।

☆

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ اكثروا الصلوة على فى يوم الجمعة و ليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيدا او شافعا يوم القيامة"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, জুময়ার দিন ও জুময়ার রাতে আমার প্রতি বেশি করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করো। যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে আমি কিয়ামতের দিনে তাহার জন্য সাক্ষী অথবা সুপারিশকারী হইয়া যাইবো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরূদ শরীফ সম্পর্কে হাদীসগুলি খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ২৫৯ পৃষ্ঠা থেকে নকল করা হইয়াছে ।

হাদীস - ৪০

واخرج ابن عساكر عن مكحول ان رسول الله ﷺ قال لبلال الالاتغادر صيام الاثنين فانى ولدت يوم الاثنين واوحى الى يوم الاثنين وهاجرت يوم الاثنين و اموت يوم الاثنين.

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত বিলাল রাদী আল্লাহু আনহুকে বলিয়াছেন, খবরদার ! সোমবার দিনে রোজা ত্যাগ করিও না । কারন, আমি সোমবার দিনে জন্ম গ্রহন করিয়াছি, সোমবার দিন আমার নিকটে অহী প্রদান করা হইয়াছে, আমি সোমবার দিন হিজরত করিয়াছি এবং সোমবার দিন আমি ইন্তেকাল করিবো । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ২৭০ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীস শরীফটি হইল মীলাদ শরীফ জায়েজ হইবার একটি বড় দলীল । কারণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের মীলাদ শরীফের কথা নিজেই বর্ননা করিয়াছেন । দ্বিতীয় কথা হইল যে, মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠানে কেবল হুজুর পাকের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা হইয়া থাকে এমন কথা নয়, বরং মীলাদ শরীফে ইসলামের সমস্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়া থাকে ।

(খ) প্রতি সোমবার রোজা রাখা একটি উত্তম ইবাদত । কারন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত বিলাল রাদী আল্লাহু আনহুকে প্রতি সোমবার রোজা রাখিবার প্রেরনা প্রদান করিয়াছেন ।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মধ্যে ইল্মে গায়েব ছিল । কারন, কে কবে মরিবে, কে কোথায় মরিবে, কে কেমন অবস্থায় মরিবে; এইগুলি

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইল ইল্মে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত । বর্তমান হাদীস পাকে হুজুর পাক কবে ইন্তেকাল করিবেন তাহাও সাফ বলিয়া দিয়াছেন । তিনি কোথায় ইন্তেকাল করিবেন তাহাও সাফ বলিয়া দিয়াছেন । যেমন হজরত মা'কাল ইবনো ইয়াসার হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ المدينة مهاجرى و مضجعى من الارض"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনা হইল আমার হিজরতাস্থল এবং মদীনা হইল আমার শয়নাস্থাল । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ২৭০ পৃষ্ঠা)

হজরত হাসান রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন -

"قال رسول الله ﷺ المدينة مهاجرى و بها وفاتى ومنها محشرى."

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনা হইল আমার হিজরতাস্থল এবং সেখানেই আমার ইন্তেকাল হইবে এবং সেখান থেকে আমার হাশর হইবে । (খাসয়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ২৭০ পৃষ্ঠা)

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বাস্তবে সোমবার ইন্তেকাল করিয়াছেন। কোন মানুষ কোন জায়গায় দাফন হইলেই যে সেখান থেকে তাহার হাশর হইবে এমন কথা নয় । কারন, বহু মানুষের লাশকে কবর থেকে উঠাইয়া অন্যত্রে দাফন করা হইয়া থাকে । কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার কবর থেকে উঠিবার স্থান হইল মদীনা শরীফ । তিনি যে কেবল নিজের ব্যপারে বলিয়াছেন এমন কথা নয়, বরং অনেকের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, কে কোথায় মরিবে, কে কেমন অবস্থায় মরিবে ইত্যাদি । এবিষয়ে কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত করিতেছি ।

☆

"اخرج ابن ابى شيبة والبيهقى عن يزيد بن الاصم قال ثقلت ميمونة بمكة فقالت اخرجونى من

pdf By Syed Mostafa Sakib

مكة فانى لااموت بها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنى ان لا اموت بمكة فحملوها حتى اتوا بها سرف الى الشجرة التى نبى بها النبى صلى الله عليه وسلم تحتها فماتت-

হজরত ইয়াযিদ ইবনো আসাম বলিয়াছেন, হজরত ময়মুনা রাদী আল্লাহু আনহা মক্কা শরীফে কঠিন ভাবে রোগাক্রান্ত হইলে তিনি বলিয়াছেন, তোমরা আমাকে মক্কার বাহিরে নিয়া যাও। কারণ, মক্কা শরীফে আমার ইন্তেকাল হইবে না। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আল্যইহি অ সাল্লাম আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, আমি মক্কায় মরিব না। তখন সবাই তাঁহাকে উঠাইয়া নিয়া 'সারাফ' নামক স্থানে সেই বৃক্ষের তলে পৌঁছিয়াছে যে বৃক্ষের কথা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সংবাদ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১৪৮ পৃষ্ঠা)

☆

"اخرج احمد و ابن سعد و الطبرانى و الحاكم و صححه و البيهقى و ابونعيم عن ابى البخترى ان عمار بن يسار اتى يوم صفين بشربة من لبن فضحك فقيل له مم تضحك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر شراب تشربه من الدنيا شربة لبن ثم تقدم فقتل"

আবুল বোখতারী থেকে বর্নিত হইয়াছে, হজরত আম্মার ইবনো ইয়াসার রাদী আল্লাহু আনহু কে সিফফিনের যুদ্ধে দুধের শরবত পান করাইলে তিনি হাঁসিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাকে ইহার কারন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, তুমি দুনিয়াতে শেষ বারের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মতো দুধের শরবত পান করিবে । তারপর তিনি সামনে চলিয়া গিয়াছেন এবং শহীদ হইয়া গিয়াছেন । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা)

☆

"اخرج الطبرانى عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى حائط فاستاذن ابوبكر فقال ائذن له وبشره بالجنة ثم استاذن عمر فقال ائذن له وبشره بالجنة و بالشهادة ثم استاذن عثمان فقال ائذن له وبشره بالجنة وبالشهادة"

হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একটি উদ্যানের মধ্যে ছিলেন । হজরত আবু বাকার প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তাহাকে অনুমতি দাও এবং তাহাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দাও । তারপর হজরত উমার অনুমতি চাহিলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তাহাকে প্রবেশ করিবার অনুমতি দাও এবং তাহাকে জান্নাতের ও শহীদ হইবার শুভ সংবাদ দাও । অতঃপর হজরত উসমান গনী অনুমতি চাহিলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তাহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দাও এবং তাহাকে জান্নাতের ও শহীদ হইবার শুভ সংবাদ দাও । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২১ পৃষ্ঠা)

এই প্রকার শতাধিক হাদীস হাদীসের কিতাবগুলিতে রহিয়াছে, আরো কিছু হাদীস দেখাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সময়ের অভাবে সম্ভব হইল না । এখন নির্বাচিত চল্লিশ হাদীসের উপরে আজ তেইশে মার্চ ২০১৬ বুধবার সকালে সমাপ্ত করিয়া দিলাম ।

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلوة والتسليم و على اله واصحابه اجمعين يا الله يا رب العلمين تقبل منى هذه الخدمة الحقيرة بجاه سيد المرسلين امين امين ثم امين !

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইল্মে গায়বে মুস্তফা

হাদীস - ১

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه خرج بهم الى المصلى فصف بهم و كبر عليه اربع تكبيرات۔

হজরত আবু হুরায়রাহ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (মানুষকে হাবশার বাদশা) নাজ্জাশির মৃত্যুর সংবাদ দিয়া এবং তাহাদিগকে ঈদগাহে লইয়া গিয়া লাইন করতঃ চার তাকবীরে জানাজা পড়িয়াছেন । (বোখারী,প্রথম খন্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) সুবহানাল্লাহ ! ইহা হইল নবুওয়াতের নজর যে, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে হাবশা বা আবুশিনিয়া একটি দুর দেশ ! বর্তমান যুগের ন্যায় সেই যুগে সংবাদ নেওয়া দেওয়া সহজ ছিল না । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কেবল তিনি নাজ্জাশির মৃত্যু সংবাদ দিয়া ছিলেন না বরং তিনি তাহার জানাজা পড়িয়া দিয়াছেন। আবার কেহ কোন প্রকার প্রশ্নও করেন নাই যে, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছেন ? ইহা থেকে কি প্রমান হইয়া থাকে তাহা একটু চিন্তা করিলে অবশ্যই বুঝা যাইবে ।

(খ) ঈদগাহে জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ । ঈদগাহ মসজিদ নয় কিন্তু সম্মানের দিক দিয়া মসজিদের ন্যায় ।

(গ) বোখারী শরীফের এই হাদীস থেকে পরিস্কার হইয়া থাকে যে, জানাজার নামাজ চার তাকবীরে সমাপ্ত করিতে হয় । আর ইহা হইল হানাফী ইমাম গনের অভিমত ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঘ) সামনে লাশকে না রাখিয়া গায়বানা জানাজা জায়েজ নয় । ইহাতে হানাফী ইমামগন একমত । হানাফী মাযহাবের কিতাবগুলিতে ইহা নাজায়েজ বলা হইয়াছে —

كما قيل فى فتح القدير و فى بحر الرائق وغير ذلك و "شرط صحتها اسلام الميت وطهارته ووضعوه امام المصلى فلهذا القيد لا تجوز على غائب"

যেমন ফাতহুল কাদীর ও বাহরু র্রায়েক ইত্যদি ৷ কিতাবে বলা হইয়াছে, জানাজার নামাজ সহী হইবার জন্য শর্ত হইল যে, মুর্দা মুসলমান ও পবিত্র হইবে এবং নামাজীর সম্মুখে জমীনে রাখা থাকিবে । এই শর্তের কারনে কোন অন্ উপস্থিত লাশের উপরে জানাজা জায়েজ নয় । (সংগৃহহিত ফাতাওয়ায় রেজবীয়া মুতারজাম খন্ড ৯ পৃষ্ঠা ৩৪২)

(ঙ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যে নাজ্জাশীর জন্য গায়েবানা জানাজা পড়িয়া ছিলেন তাহা ছিল হুজুর পাকের জন্য খাস । কারণ, তিনি নাজ্জাশীর লাশকে দেখিয়া জানাজা পড়িয়াছেন —

"كما نقل الامام احمد رضا خان البريلوى عليه الرحمة والرضوان من شرح الزرقانى على المواهب كشف للنبى صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشى حتى راه وصلى عليه"

যেমন ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান শরহে যারকানী থেকে নকল করিয়াছেন, নাজ্জাশীর জানাজা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য জাহির করিয়া দেওয়া হইয়া ছিল । তিনি তাহা দেখিয়া জানাজা পড়িয়াছেন । (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া নবম খন্ড ৩৪৮ পৃষ্ঠা) এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে ফাতাওয়া রেজবীয়া শরীফ দেখিবার প্রয়োজন ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ২

اخرج الطبرانی عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ كان فى حائط فاستاذن ابو بكر فقال ائذن له و بشره بالجنة ثم استاذن عمر فقال ائذن له و بشره بالجنة و بالشهادة ثم استاذن عثمان فقال ائذن له و بشره بالجنة و بالشهادة ـ

হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইত বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একটি উদ্যানে ছিলেন । এমন সময়ে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু প্রবেশ কবিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তাহার জন্য অনুমতি দাও এবং তাহাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দাও । হজরত উমার ফারূক রাদী আল্লাহু আনহু অনুমতি চাহিয়াছেন । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তাহাকে অনুমতি দাও এবং তাহাকে জান্নাতের ও শাহাদাতের শুভ সংবাদ দাও । অতঃপর হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহু অনুমতি চাহিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তাহাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাত ও শাহদাতের শুভ সংবাদ দাও । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খণ্ড ১২১ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীস থেকে জানা যাইতেছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুকে কেবল জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়াছেন এবং হজরত উমার ও হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহুমাকে জান্নাতের সাথে সাথে শাহাদাতেরও শুভ সংবাদ দিয়াছেন । ইহা থেকে স্পষ্ট হইতেছে যে, নবুওয়াতের নজর সিদ্দিকে আকবারের ভবিষ্যত এবং হজরত উমার ফারূক ও হজরত উসমান গনীর ভবিষ্যত দেখিয়া নিয়াছে । সুবহানাল্লাহ !

pdf By Syed Mostofa Sakib

হাদীস - ৩

واخرج ابن خيثمة فى (تاريخه) وا ابو يعلى و البزار وابو نعيم عن انس قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى حائط فجاء آت فدق الباب فقال يا انس قم فافتح له وبشره بالجنة و با لخلافة من بعدى فاذا ابو بكر ثم جاء رجل فدق الباب فقال يا انس قم فافتح له و بشره بالجنة و بالخلافة من بعد ابى بكر فا ذا عمر ثم جاء رجل فدق الباب فقال افتح له و بشره بالجنة و بخلافة من بعد عمر و انه مقتول فاذا عثمان۔

হযরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত একটি উদ্যানের মধ্যে ছিলাম। এক আগন্তক আসিয়া দরওয়াজায় আওয়াজ দিয়াছে। হুজুর পাক বলিয়াছেন, আনাস ! ওঠো এবং তাহার জন্য দরওয়াজা খুলিয়া দাও এবং তাহাকে জান্নাতের ও আমার পরে খলীফা হইবার শুভ সংবাদ দাও। অতঃপর প্রবেশ করিয়াছেন হজরত আবু বাকার সিদ্দিক। তারপর এক ব্যক্তি আসিয়া দরওয়াজায় আওয়াজ দিয়াছেন। হুজুর পাক বলিয়াছেন আনাস যাও, দরওয়াজা খুলিয়া দাও এবং তাহাকে জান্নাত ও আবু বাকারের পরে খলীফা হইবার শুভ সংবাদ দাও। অতঃপর প্রবেশ করিয়াছেন হজরত উমার ফারুক। অতঃপর এক ব্যক্তি দরওয়াজায় আওয়াজ দিয়াছেন। হুজুর পাক বলিয়াছেন, তাহার জন্য দরওয়াজা খুলিয়া দাও এবং জান্নাতের ও হজরত উমারের পরে খলীফা হইবার শুভ সংবাদ দাও। অবশ্য তিনি হইবেন শহীদ। অতঃপর প্রবেশ করিয়াছেন হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহু। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২২ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু যে উদ্যানের মধ্যে ছিলেন সেই উদ্যানটি ছিল প্রাচীরে ঘেরা এবং প্রবেশ করিবার জন্য দরওয়াজা বিশিষ্ট।

(খ) হজরত আবু বাকার, হজরত উমার ও হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহুম: তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রবেশ করিবার জন্য দরওয়াজায় আঘাত করিয়া ছিলেন মাত্র। কেহ বাহির থেকে না হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে আওয়াজ দিয়া ছিলেন, না হজরত আনাস আওয়াজ দিয়া ছিলেন, এইবার চিন্তা করিবার বিষয় যে, হুজুর পাক না দেখিয়া কেমন করিয়া জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়াছেন। তিনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, কাহারা আসিতেছেন!

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তিন জন সাহাবাকে কেবল জান্নাতের শুভ সংবাদ দেন নাই, বরং কে কাহার পরে খলীফা হইবেন এবং কে শহীদ হইবেন এবং কে শহীদ হইবেন না তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। অথচ এই গুলি হইলো গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান হাদীস হইতে প্রমান হইয়া থাকে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অবশ্যই অবগত যে, হজরত আবু বাকারের আগে হজরত উমার ইন্তেকাল করিবেন না। অনুরূপ হজরত উমারের আগে হজরত উসমান ইন্তেকাল করিবেন না। তবেই তো তাহার পক্ষে বলা সম্ভব হইয়াছে যে, আবু বাকারের পরে উমার ও উমারের পরে উসমান খলীফা হইবেন। আবার কে স্বাভাবিক ভাবে ইন্তেকাল করিবেন এবং কে শহীদ হইবেন তাহাও বলিয়া দিয়াছেন।

হাদীস - ৪

واخرج ابو يعلى بسند صحيح عن سهل بن سعد

ان احدا ارتج وعليه رسول الله ﷺ و ابوبكر و عمر

و عثمان فقال رسول الله ﷺ اثبت احد فما عليك

الا نبي او صديق او شهدان۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত সাহাল ইবনো সায়াদ হইতে বর্নিত হইয়াছে, যখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও হজরত আবু বাকার, উমার ও উসমান অহুদ পাহাড়ের উপরে উঠিয়া ছিলেন তখন অহুদ পাহাড় কাঁপিয়া গিয়াছিল । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, অহুদ ! দৃঢ় হইয়া যাও । তোমার উপরে একজন নবী ও একজন সিদ্দিক এবং দুইজন শহীদ রহিয়াছেন । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২১ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) পাহাড় অপেক্ষা নবুয়াতের অয়েট অনেক বেশি । এইজন্য পাহাড় বর্দাশত করিতে পারে নাই । সে কাঁপিয়া গিয়াছে । অথবা নবুওয়াতের শানের কাছে নিজে কম্পিত হইয়াছে ।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পাহাড়কে সম্বোধন করতঃ বলিয়াছেন - অহুদ ! অটল থাকো । ইহা থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, পাহাড়েরও প্রান রহিয়াছে এবং পাহাড় নবীর কথা বুঝিয়া থাকে । অন্যথায় তাহাকে সম্বোধন করা বেকার হইয়াছে ।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত উমার ও হজরত উসমানের শাহাদাতের দিকে ইংগিত করিয়া দিয়াছেন ।

হাদীস - ৫

واخرج ابن منيع فى (مسنده) من طريق النعمان بن بشير عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان قالت لما حصر عثمان ظل صائما فلما كان عند الا فطار سألهم الماء العذب فمنعوه فبات فلما كان فى السحر قال ان رسول الله ﷺ اطلع على من هذا السقف ومعه دلو من ماء فقال اشرب ياعثمان

pdf By Syed Mostafa Sakib

فشربت حتى رويت ثم قال ازدد فشربت حتى امتلأت.

হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহুর স্ত্রী হজরত নায়েলা বলিয়াছেন, যখন হজরত উসমান গনীকে বয়কট করা হইয়াছে তখন তিনি রোজাদার ছিলেন। ইফতারের সময়ে তিনি মিষ্টি পানি চাহিয়া ছিলেন। লোকে তাহা দিয়া ছিল না। তিনি এই অবস্থায় রাত কাটাইয়াছেন। অতঃপর সেহেরীর সময়ে তিনি বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই ছাদের উপরে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল এক বালতী পানি। তিনি বলিয়াছেন, উসমান! পান করো। আমি পান করতঃ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। তিনি আবার বলিয়াছেন, বেশি করিয়া পান করো। অতঃপর আমি পেট পূর্ন করতঃ পান করিয়াছি। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীস পাক থেকে পরিস্কার প্রমান হইয়া থাকে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হায়াতুন নবী - কবর শরীফে স্বশরীরে জীবিত রহিয়াছেন। উম্মাতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। কেবল তাই নয়, তিনি ইচ্ছা করিলে যথা সময়ে উম্মাতের বিপদে সাহায্য করিতে সক্ষম।

(খ) হজরত উসমান গনীর বর্তমান ঘটনাকে স্বপ্ন বলিয়া ছাড়িয়া দিলে হইবে না, বরং বাস্তবে তাহার নিকটে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পানি নিয়া আসিয়া ছিলেন এবং হজরত উসমান তাহা বাস্তবে পানও করিয়া ছিলেন। এই স্থলে একটি বাস্তব ঘটনা উদ্ধৃত করিতেছি। ইমাম কায়রোয়ানী কিতাবুল বোস্তানের মধ্যে এক বুজুর্গের ঘটনা নকল করিয়াছেন -

"قال كان لى جار يشتم ابا بكر و عمر رضى الله عنهما فلما كان ذات يوم اكثر من شتمهما فتنا و لته وتنا ولنى فانصرفت الى منزلى و انا مغموم حزين فنمت وتركت العشاء فرأيت رسول الله ﷺ

pdf By Syed Mostafa Sakib

فی المنام فقلت یا رسول الله فلان یسب
اصحابک قال من اصحابی ؟ قلت ابوبکر و عمر
فقال خذ هذه المدیة فاذبحه بها فأخذتها فاخضجعته و
ذبحته ورأیت کان یدی اصابها من دمه فالقیت
المدیة واهویت بیدی الی الارض لأمسحها فانتبهت
وانا اسمع الصراخ من نحو داره فقلت ما هذا
الصراخ ؟ قالوا فلان مات فجأة فلما اصبحنا جئت
فنظرت الیه فاذاخط موضع الذبح"

তিনি বলিয়াছেন, আমার এক প্রতিবেশি ছিলো। সে হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুমাকে গালি দিতো। এক দিন সে তাহাদিগকে খুব গালাগালি করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার সহিত আমার হাতাহাতি হইয়াছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিতাবস্থায় বাড়িতে ফিরিয়াছি। আমি রাতের আহার না করিয়া শুইয়া গিয়াছি। আমি স্বপ্নে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সাক্ষাত করতঃ বলিয়াছি, ইয়া রসুলাল্লাহ ! অমুক আপনার সাহাবাগনকে গালি দিয়া থাকে।তিনি বলিয়াছেন আমার কোন্ সাহাবাকে ? আমি বলিয়াছি, আবু বাকার ও উসমারকে। তিনি বলিয়াছেন এই অস্ত্রটি নিয়া তাহাকে জবাহ করিয়া দাও। আমি সেই অস্ত্র নিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়া জবাহ করিয়া দিয়াছি এবং দেখিয়াছি, যেন আমার হাতে তাহার রক্ত লাগিয়া গিয়াছে। তখন আমি অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া হাত মুছিবার জন্য মাটিতে হাত ঘর্ষন করিয়াছি। এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং আমি শুনিতে পাইতেছি তাহার বাড়ির দিক থেকে চিৎকার। আমি বলিলাম, ইহা কিসের চিৎকার ? তাহারা বলিয়াছে, অমুক হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে। অতঃপর সব যখন সকাল হইয়াছে তখন আমি তাহার বাড়িতে গিয়াছি। আমি তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছি জবাহ করিবার স্থানে ক্ষত হইয়া রহিয়াছে। (কিতুর্রূহ ১৮৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ৬

اخرج الحاكم و صححه عن علي قال لي رسول الله ﷺ انك ستضرب ضربة ههنا و ضربة ههنا و اشار الى صدغيه فيسيل دمهما حتى تخضب لحيتك ـ له طريق كثيرة عن علي ـ

হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, অবশ্যই অবিলম্বে তোমার এই স্থানে প্রহার করা হইবে এবং এই স্থানে তোমার প্রহার করা হইবে এবং ইংগিত করিয়াছেন তাঁহার দুই কানপট্টির দিকে । অতঃপর সেই দুই স্থানের রক্ত বাহির হইয়া তোমার দাড়ি রঙিয়া যাইবে । এই হাদীসটি ইমাম হাকিম হজরত আলীর থেকে সহী সুত্রে বর্ননা করিয়াছেন । হজরত আলী থেকে এই হাদীসটি বহু সূত্রে বর্নিত হইয়াছে । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৪ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীস পাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর কেবল শাদাতের সংবাদ দেন নাই, বরং তাদের কোন্ স্থানে দুশমনের তলওয়ারের আঘাত পড়িবে তাহাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন । তাহার দাড়ি রক্তাক্ত হইয়া যাইবে তাহাও বলিয়া দিয়াছেন ।

(খ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আলীর ব্যাপারে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল তাহার আনুমানিক কথা ছিল না, বরং তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন । যেমন হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন —

"دخلت مع النبي ﷺ على علي و هو مريض و عند ابي بكر و عمر فقال احدهما لصاحبه ما اراه الا هالكا فقال رسول الله ﷺ انه لن يموت الا مقتولا"

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত হজরত আলীর নিকট গিয়াছি। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাহার নিকটে হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার ছিলেন। তাহারা একে অন্যকে বলিয়াছেন, যাহা আমি দেখিতেছি তাহাতে ইঁনি ইন্তেকাল করিবেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, ইঁনি কখনই ইন্তেকাল করিবেন না কিন্তু শহীদ হইবেন। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৪ পৃষ্ঠা)

(গ) সাহাবায় কিরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের এহেন সংবাদের উপরে কোন প্রকার প্রশ্ন করিয়া ছিলেন না। ইহা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের গায়বী সংবাদের উপরে অটল বিশ্বাস রাখিতেন।

হাদীস - ৭

اخرج الحاكم و البيهقي عن ام الفضل بنت الحارث قالت دخلت على رسول الله ﷺ يوما بالحسين فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة فاذا عينا رسول الله ﷺ تهر يقان من الدموع فقال اتاني جبريل فاخبرني ان امتي ستقتل ابني هذا و اتاني بتربة من تربته حمراء.

হজরত উম্মুল ফজল বিনতুল হারিস বলিয়াছেন, আমি একদিন হোসাইন কে নিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহ আলাহি অ সাল্লামের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কোলে রাখিয়া দিয়াছি। অতঃপর আমার থেকে দৃষ্টি ঘুরাইবার সময়ে আমি দেখিলাম যে, তাঁহার দুইটি চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরিতেছে। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকটে জিবরাঈল আসিয়া সংবাদ দিয়াছেন, নিশ্চয় আমার উম্মাত অবিলম্বে আমার এইপুত্রকে শহীদ করিবে এবং আমাকে তাহার এক মুষ্টি লাল মাটি প্রদান করিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই হাদীসটি ইমাম হাকিম ও ইমাম বায়হাকী বর্ননা করিয়াছেন । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ৮

واخرج ابو نعيم عن ام سلمة قالت كان الحسن و الحسين يلعبان ببتي فنزل جبريل فقال يا محمد ان امتك تقبل ابنك هذا من بعدك واو مأالى الحسين و اتاه بتربة فشمها ثم قال ريح كرب وبلاء وقال يا ام سلمة اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل فجعلتها في قارورة۔

হজরত উম্মে সালমা বলিয়াছেন, হজরত হাসান ও হোসাইন আমার বাড়িতে খেলা করিতেছিল । হজরত জিবরাঈল আসিয়া বলিয়াছেন, মোহাম্মাদ ! নিশ্চয় আপনার উম্মাত আপনার পরে আপনার এই পুত্রকে শহীদ করিবে এবং ইংগিত করিয়াছেন হজরত হোসাইনের দিকে । আর হুজুর পাককে এক মুষ্টি মাটি প্রদান করিয়াছেন । তিনি তাহা শুঁইয়া বলিয়াছেন, ইহাতে কারবালার (দুঃখ ও বিপদের) গন্ধ রহিয়াছে । আরো বলিয়াছেন, উম্মে সালমা ! যখন এই মাটি রক্তে পরিনত হইয়া যাইবে তখন জানিবে যে, নিশ্চয় আমার পুত্র শহীদ হইয়া গিয়াছে । অতঃপর আমি তাহা একটি বোতলে রাখিয়া দিয়াছি । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ৯

واخرج الحاكم و صححه ابن عباس قال اوحى الله تعالى الى محمد ﷺ انى قتلت بيحيى بن زكريا سبعين الفا و انى قاتل بابن بنتك سبعين الفا و سبعين الفاء۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে অহী করতঃ বলিয়াছেন, আমি হজরত ইয়াহ্ইয়া ইবনো যাকারিয়ার কারনে সত্তর হাজারকে হত্যা করিয়াছি এবং তোমার কন্যার পুত্রের কারনে এক লক্ষ চল্লিশ হাজারকে হত্যা করিবো। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৬ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ১০

واخرج احمد و البهقي عن ابن عباس قال رأيت النبي ﷺ في النوم ذات يوم نصف النهار اشعث اغبر بيده قارورة فيها دم فقلت ماهذه قال هذا دم الحسين و اصحابه لم ازل التقطه منذ اليوم فاحصي ذلك الوقت فوجدت قد قتل ذلك اليوم.

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমি একদিন দুপুর বেলায় স্বপ্নে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিয়াছি যে, তাঁহার চুলগুলি ধুলামাখা এবং তাঁহার হাতে এক বোতল রক্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহা কি ? তিনি বলিয়াছেন, ইহা হোসায়েন ও তাহার সঙ্গীদের রক্ত। আজ আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, সেই দিন সেই সময়ে তিনি শহীদ হইয়াছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও ইমাম বায়হাকী বর্ননা করিয়াছেন। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৬ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) নবুওয়াতের পরে শাহাদাতের দারজা বড়। কিয়ামতের দিন ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন সমস্ত শহীদের সরদার হইবেন। অতএব, তাঁহাদের শহীদ হইবার প্রয়োজন ছিল। হজরত ইমাম হাসানের শাহাদাত ছিল সির্রী বা গোপন শাহাদাত এবং ইমাম হোসাইনের শাহাদাত ছিল জাহরী বা প্রকাশ্য শাহাদত। এইজন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত হোসাইনের শাহাদাত সম্পর্কে বহু কিছু সংবাদ দিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(খ) সুবহানাল্লাহ ! হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রওজা পাক থেকে উম্মাতের প্রতি কেমন লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন । ইমাম হোসাইনের শাহাদাতে তিনি কতোই দুঃখিত হইয়াছেন এবং তাঁহার রক্তকে স্বযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন যে, দরবারে ইলাহীতে বিচার দিবেন ।

(গ) কারবালাকে কেন্দ্র করিয়া বহু সংখ্যক মানুষ হতাহত হইয়াছে । শেষ পর্যন্ত হাদীস যে সংখ্যা বলিয়াছে তাহা পূর্ন হইয়া গিয়াছে ।

হাদীস - ১১

واخرج الحاكم و ابن ماجة و ابونعيم عن جابر قال قال رسول الله ﷺ من احب ان ينظر الى شهيد يمشى على وجه الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله ـ

হজরত জাবের রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, জমীনের বুকে কোন শহীদকে চলিতে দেখা যে পছন্দ করিবে সে যেন ত্বালহা ইবনো উবাইদিল্লাহকে দেখিয়া নিয়া থাকে । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৪ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীসে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত ত্বালহা রাদী আল্লাহু আনহুর শাহাদাতের শুভ সংবাদ দিয়াছেন । ইমাম তিবরানীও এই হাদীসটি হজরত ত্বালহা থেকে বর্ননা করিয়াছেন । হজরত ত্বালহা বলিয়াছেন -

"كان النبى ﷺ اذا رآنى قال من اراد ان ينظر الى شهيد يمشى على وجه الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله"

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন আমাকে দেখিতেন তখনই বলিতেন, যে ব্যক্তি জমীনের উপরে কোন শহীদকে চলিতে দেখিবার ইচ্ছা করিবে সে যেন ত্বালহা ইবনো উবাইদিল্লাহকে দেখিয়া থাকে। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৪ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ১২

اخرج الحاكم و صححه و ابونعيم من طريق الزهرى اخبرنى اسمعيل بن محمد بن ثابت الانصارى عن ابيه ان النبى ﷺ قال لثابت بن قيس بن شماس ياثابت الاترضى ان تعيش حميدا و تموت شهيدا وتدخل الجنة قال بلى فعاش حميدا و قتل شهيدا يوم مسليمة الكذاب.

ইসমাঈল ইবনো মোহাম্মাদ ইবনো সাবিত আনসারী তাঁহার পিতার থেকে বর্ননা করিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সাবিত ইবনো কায়েস ইবনো শামাসকে বলিয়াছেন, সাবেত ! তুমি কি পছন্দ করিয়া থাকো না যে, তুমি প্রসংশিত হইয়া বাঁচিবে এবং শহীদ হইয়া মরিবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করিবে ? তিনি বলিয়াছেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রসংশিত হইয়া বাঁচিয়াছেন এবং মুসায়লামা কাজ্জাবকে যেদিন হত্যা করা হইয়া ছিল সেই দিন তিনি শহীদ হইয়াছেন। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীস পাকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত সাবেত রাদী আল্লাহু আনহুকে শহীদ ও জান্নাতী হইবার শুভ সংবাদ দিয়াছেন, যাহা ইয়ামামার যুদ্ধের দিন বাস্তব হইয়াছে। ইঁনি ছিলেন আনসারী সাহাবী।

(খ) মুসায়লামা কাজ্জাব নিজেকে নবী দাবী করতঃ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট পত্র প্রেরন করিয়া ছিল যে, মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলাইহি অ সাল্লাম) ! আপনি অর্ধেক জমীনের নবী এবং আমি হইলাম অর্ধেক জমীনের নবী । হুজুর পাক জবাব দিয়া ছিলেন - والارض لله يورثها من يشاء জমীন হইল আল্লাহ তায়ালার, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উহার মালিক বানাইয়া থাকেন । যাইহোক, অহশী গোলাম এই শয়তানকে হত্যা করিয়া ছিলেন ।

হাদীস - ১৩

اخرج ابن ابى شيبة و البيهقى عن يزيد بن الاصم قال ثقلت ميمونة بمكة فقال اخرجونى من مكة فانى لاموت بها ان رسول الله ﷺ اخبرنى ان لاموت بمكة فحملوها حتى اتوابها سرف الى الشجرة التى نبى بها النبى ﷺ تحتها فماتت.

ইবনো আবী শায়বা ও ইমাম বায়হাকী ইয়াযিদ ইবনো আসম থেকে বর্ননা করিয়াছেন, হজরত ময়মুনা রাদী আল্লাহু আনহা মক্কায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, তোমরা আমাকে মক্কা থেকে বাহির করিয়া নিয়া যাও । মক্কায় আমি ইন্তেকাল করিব না । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, আমি মক্কায় মরিব না । সবাই তাহাকে তুলিয়া নিয়া সারাফ নামক স্থানে সেই বৃক্ষতলে রাখিয়া দিয়াছেন যে বৃক্ষের কথা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সংবাদ দিয়া ছিলেন । অতঃপর তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করিয়াছেন । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১৪৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) কে কবে মরিবে, কে কোথায় মরিবে ; এই গুলি হইল গায়েব এর অন্তরভুক্ত । সুবহানাল্লাহ ! হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত মায়মুনার ইন্তেকালের স্থান বলিয়া দিয়াছেন যে, মক্কার বাহিরে সারাফ নামক স্থানে একটি বৃক্ষতলে ।

(খ) হজরত মায়মুনা রাদী আল্লাহু আনহা হইলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলাইহি অ সাল্লামের বিবি ও আমাদের সবার মোহতরমা মাতা । তিনি হুজুর পাকের এই গায়বী সংবাদের উপরে অটল ছিলেন যে, তাঁহার সংবাদ কখনই ভুল হইতে পারে না ।

(গ) সাহাবায় কিরামও হুজুর পাকের সংবাদের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখিয়া ছিলেন । এই জন্য তাহারা হজরত মায়মুনার নিকট থেকে শুনিবার সাথে সাথে সংবাদের উপরে আমল করিয়াছেন । কেহ কোন প্রকার প্রশ্ন করেন নাই ।

হাদীস - ১৪

واخرج البيهقى و ابو نعيم عن مولاة لعمار قالت اشتكى عمار شكوى فغشى عليه فافاق و نحن نبكى حوله فقال اتخشون ان اموت على فراشى اخبرنى حبيبى رسول الله ﷺ انه تقتلنى الفئة الباغية و ان اخر ادمى من الدنيا مذقة من لبن.

ইমাম বায়হাকী ও আবু নাঈম হজরত আম্মার রাদী আল্লাহু আনহুর দাসীর নিকট থেকে বর্ননা করিয়াছেন, হজরত আম্মার একবার রোগাক্রান্ত হইয়া বেহুঁশ হইয়া গিয়াছিলেন । আমরা তাহার চারিদিকে কাঁদিতে ছিলাম । হুঁশ ফিরিলে বলিয়াছেন, তোমরা কি ভয় করিতেছো যে, আমি আমার বিছানায় মরিবো ! আমার হাবীব রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, এক বিদ্রোহী দল আমাকে হত্যা করিবে এবং দুনিয়া থেকে আমি বিদায় নিবো দুধের শরবত পান করিয়া । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আম্মার রাদী আল্লাহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

আনহুর কেবল মৃত্যু সংবাদ দেন নাই, বরং কেমন শ্রেনীর মানুষদের দ্বারায় মৃত্যু হইবে তাহাও বলিয়া দিয়াছেন ।

(খ) সুবহানাল্লাহ ! হজরত আম্মার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের গায়েবী সংবাদের উপরে কেমন অটল বিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, আমি বিছানায় পড়িয়া মরিব না ।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সংবাদ বাস্তব হইয়াছে । যেমন হজরত আবুল বখতারী থেকে বর্নিত হইয়াছে -

"ان عمار بن يسار اتى يوم صفين بشربة من لبن فضحك فقيل له مم تضحك فقال ان رسول الله ﷺ قال آخر شراب تشربه من الدنيا شربة لبن ثم تقدم فقتل"

সিফফীনের যুদ্ধে যখন হজরত আম্মারের নিকট দুধের শরবত আনা হইয়া ছিল, তখন তিনি হাঁসিয়াছেন । তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি হাঁসিতেছেন কেন ? তিনি বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তুমি দুনিয়াতে শেষ বারের মতো যাহা পান করিবে তাহা হইল দুধের শরবত । অতঃপর তিনি ময়দানে গিয়া শহীদ হইয়াছেন । হাদীসটি ইমাম আহমাদ, ইবনো সায়াদ, তিবরানী ও হাকিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগন বর্ননা করিয়াছেন । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১৪১ পৃষ্ঠা)

(ঘ) ইবনো সায়াদ হজরত হুযাইলের থেকে বর্ননা করিয়াছেন -

"اتى النبى ﷺ فقيل له ان عمارا وقع عليه حائط فمات فقال مامات عمار"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, হজরত আম্মার দেওয়াল চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে । হুজুর পাক বলিয়াছেন, আম্মার মরে নাই । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা)

(ঙ) হজরত আম্মার রাদী আল্লাহু আনহুর এই শুভ সংবাদের হাদীস বহু মুহাদ্দিস গ্রহন করিয়াছেন । ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম ইহা গ্রহন করিয়াছেন ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ১৫

واخرج الشيخان عن عاشة قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فى وجعه الذى مات فيه فسار ها بشئى فبكت ثم دعاها فسارها فسألتها فألتها عن ذلك فقالت اخبرنى انه يقبض فى وجعه فبكيت ثم اخبرنى انى اول اهله اتبعه فضحكت۔

ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহার থেকে বর্ননা করিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত ফাতেমা রাদী আল্লাহু আনহাকে ডাকিয়াছেন যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি হজরত ফাতেমাকে গোপনে কিছু বলিয়াছেন, তারপর তিনি কাঁদিয়াছেন । তারপর হুজুর পাক আবার তাহাকে ডাকিয়া গোপনে কিছু বলিয়াছেন, যাহাতে তিনি হাঁসিয়া ফেলিয়াছেন । আমি তাঁহাকে ইহার কারন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন, তিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি এই রোগেই ইন্তেকাল করিবেন। ইহা শ্রবন করতঃ আমি কাঁদিয়াছি । অতঃপর আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, আমি তাঁহার বাড়ির মধ্যে সব চাইতে আগে ইন্তেকাল করিবো । তখন আমি হাঁসিয়া ফেলিয়াছি। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ২৬৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হাদীস পাক থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার ইন্তেকাল ও তাঁহার কন্যা ফাতিমার ইন্তেকাল সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কে আগে ও কে পরে ইন্তেকাল করিবেন তাহাও খবর রাখিতেন। প্রকাশ থাকে যে, তিনি যেমন বলিয়াছেন তেমনই হইয়াছে । সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ !

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ১৬

واخرج البخاری عن انس ان رسول الله ﷺ

بعث زیدا وجعفر و ابن روحة ودفع الراية الى زيد

فاصيبوا اجميعا فنعاهم رسول الله ﷺ الى الناس قبل

ان يجئى الخبر فقال اخذ الراية زيد فاصيب ثم

اخذها جعفر فاصيب ثم إخذها عبد الله بن روحة

فاصيب ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امرة

ففتح عليه۔

ইমাম বোখারী হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ননা করিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (মোতার যুদ্ধে) হজরত যায়েদ, জা'ফর ও ইবনো রওয়াহাকে প্রেরন করিয়াছেন এবং পতাকা দিয়াছেন যায়েদকে । ইহারা প্রত্যেকেই শহীদ হইয়া গিয়াছেন । এই সংবাদ মদীনায় আসিবার পূর্বে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইহাদের সম্পর্কে মানুষের নিকট সংবাদ দিয়াছেন যে, জায়েদ পতাকা ধরিয়াছেন । অতঃপর শহীদ হইয়া গিয়াছেন । তারপর জাফর পতাকা ধরিয়াছেন এবং শহীদ হইয়া গিয়াছেন । তারপর আব্দুল্লাহ ইবনো রওয়াহা পতাকা ধরিয়াছেন এবং শহীদ হইয়া গিয়াছেন । তারপর বিনা সেনাপতিতে খালেদ ইবনো অলীদ পতাকা ধরিয়াছেন। সূতরাং সেই জয়লাভ করিয়াছেন । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) সেই যুগে সেনাপতির হাতে পতাকা থাকিতো । স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পতাকা প্রদান করিয়াছেন । সুতরাং মুসলমানেরা বিভিন্ন পরবে যে পতাকা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা নাজায়েজ নয় ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(খ) এই যুগের ন্যায় সেই যুগে সংবাদ দেওয়া নেওয়া সহজ ছিল না । মোতাহ মদীনা মোনাওয়ারা থেকে ছিল একটি দুর দেশ । সেখান থেকে শহীদগনের সংবাদ আসিবার পূর্বে আল্লাহর রসূল মদীনাবাসীদিগকে খবর দিয়াছেন যে, অমুকের পরে অমুক শহীদ হইয়া গিয়াছেন । শেষ পর্যন্ত অমুকের নেতৃত্বে জয়লাভ হইয়া গিয়াছে । বরং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কাহার পরে কে শহীদ হইবেন সেই অনুযায়ী তাহাদের হাতে পতাকা নেওয়ার র্নিদেশ দিয়া ছিলেন । যেমন ইমাম বায়হাকী হজরত আবু কাতাদাহ থেকে বর্ননা করিয়াছেন —

"بعث رسول الله ﷺ جيش الامرا و قال عليكم زيد بن حارثة فان اصيب زيد فجعفر فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فانطلقوا فلبثوا ماشاء الله فصعد رسول الله ﷺ المنبر وامر فنودى بالصلاة جامعة فاجتمع الناس فقال اخبركم عن جيشكم هذا انهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا ثم اخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا ثم اخذ اللواء عبد الله بن رواحة فاثبت قدميه حتى قتل شهيدا ثم اخذ اللواء خالد بن الوليد وهوا مير نفسه ثم قال رسول الله ﷺ اللهم انه سيف من سيوفك فانت تنصره فمن يومئذ سمى خالد سيف الله"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (যুদ্ধের জন্য) কয়েকজন সেনাপতি প্রেরন করিয়াছেন । আর বলিয়াছেন, তোমাদের সেনাপতি হইলেন যায়েদ ইবনো হারেসাহ। যদি যায়েদ শহীদ হইয়া যায়, তাহা হইলে জা'ফর হইবেন সেনাপতি। যদি জা'ফর শহীদ হইয়া যায়, তাহা হইলে আব্দুল্লাহ ইবনো রাওয়াহা হইবেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেনাপতি । অতঃপর সবাই (যুদ্ধের জন্য) চলিয়া গিয়াছেন । সুতরাং তাহারা অবস্থান করিয়া ছিলেন আল্লাহ তায়ালা যতক্ষন চাহিয়া ছিলেন । (এদিকে) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (মদীনা শরীফে মসজিদের) মিম্বারে উপবিষ্ট হইয়া আজান দিতে নির্দেশ দিয়াছেন । সুতরাং নামাজের জন্য আজান দেওয়া হইয়াছে । মানুষ সমবেত হইয়া গিয়াছে । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে তোমাদের সৈন্যদের সম্পর্কে সংবাদ দিবো । নিশ্চয় তাহারা চলিয়া গিয়াছে এবং শত্রুদের সামনা সামনি হইয়াছে । যায়েদ শহীদ হইয়া গিয়াছে । তারপর জা'ফর পতাকা নিয়াছে এবং শত্রু পক্ষের উপরে প্রচন্ড আক্রমন করিয়া করিয়াছে । শেষ পর্যন্ত শহীদ হইয়া গিয়াছে । তারপর আব্দুল্লাহ ইবনো রওয়াহা পতাকা নিয়াছেন । তিনি খুব দৃঢ়তার সহিত ছিলেন । শেষ পর্যন্ত শহীদ হইয়াছেন । তারপর খালেদ ইবনো অলীদ পতাকা নিয়া নিজেই সেনাপতি হইয়াছেন । হে আল্লাহ ! সে হইল তোমার তলোয়ারের মধ্যে একটি তলোয়ার । সুতরাং তুমি তাহাকে সাহায্য করিতে থাকো। এইদিন থেকে হজরত খালেদকে সায়ফুল্লাহ বলা হইয়া থাকে।(খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠা)

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মদীনা বাসীদের নিকট মুতার যুদ্ধের যে বিবরন দিয়া ছিলেন তাহা ছিল চাক্ষুস দর্শন করতঃ বিবরন । মুতার জমীনকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সামনে করিয়া দেওয় হইয়া ছিল যে, সৈন্যদের যুদ্ধের ময়দান দেখিয়া নিয়াছেন । যখন হজরত খালেদ ইবনো অলীদ পতাকা ধরিয়াছেন তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- "الآن حمى الوطيس" এখন প্রচন্ড লড়াই হইতেছে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ১৭

واخرج ابن عساكر عن مكحول ان رسول الله ﷺ قال نبلال الالاتغادر صيام الاثنين فانى ولدت يوم الاثنين واوحى الى يوم الاثنين وهاجرت يوم الاثنين و اموت يوم الاثنين۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইবনো আসাকির হজরত মাকহুল হইতে বর্ননা করিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত বিলাল রাদী আল্লাহু আনহুকে বলিয়াছেন, সোমবার দিন রোজা ত্যাগ করিওনা । নিশ্চয় আমি সোমবার দিন জন্মগ্রহন করিয়াছি, আমার নিকটে সোমবার অহী অবতীর্ন করা হইয়াছে, আমি সোমবার দিন হিজরত করিয়াছি এবং আমি সোমবার দিন ইন্তেকাল করিবো । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয়খন্ড ২৭০ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) সোমবার দিনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট রহিয়াছে । কারন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত এইদিনের কয়েকটি দিক দিয়া সম্পর্ক রহিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া এই দিনের রোজা রাখিবার কথাও বলা হইয়াছে ।

(খ) বর্তমান হাদীস পাকটি হইল মীলাদ শরীফের একটি দলিল । কারন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের জন্মের কথা নিজেই বিবরন দিয়াছেন।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবে ইন্তেকাল করিবেন তাহা বলিয়া দিয়াছেন যে, সোমবার তাঁহার ইন্তেকাল হইবে । বাস্তবে সোমবারই তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছে ।

হাদীস - ১৮

واخرج ابو نعيم عن ابن عباس قال حدثتنى ام الفضل قالت مررت بالنبى صلى الله عليه وسلم فقال انک حامل بغلام فاذاولدت فائتينى به قلت يا رسول الله انى ذالک و قد تحالفت قريش ان لا ياتوا النساء قال هو ما قد اخبرتک قالت فلما ولدته اتيته به فاذن فى اذنه اليمنى و اقام فى اليسرى و البأه من ريقه و سماه عبد الله و قال اذهبى بابى الخلفاء فاخبرت العباس

pdf By Syed Mostafa Sakib

فاتاه فذ كرله فقال هو ما اخبرتک هذا ابو الخلفاء حتی يكون منهم السفاح حتی يكون منهم المهدی حتی يكون منهم من يصلی بعيسی عليه السلام-

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, উম্মুল ফজল আমাকে বলিয়াছেন, আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে অতিক্রম করিয়াছি । তখন তিনি (আমাকে) বলিয়াছেন, তোমার গর্ভে পুত্র সন্তান রহিয়াছে । সুতরাং যখন তুমি প্রসব করিবে তখন তুমি আমার নিকটে আনিবে । আমি বলিয়াছি ইয়া রসূলাল্লাহ ! ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? কুরাইশগন তো কসম করিয়াছে যে, তাহারা স্ত্রীদের নিকটে আসিবে না । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তাহাই হইবে যাহা আমি তোমাকে সংবাদ দিয়াছি । হজরত উম্মুল ফজল বলিয়াছেন, অতঃপর যখন আমি প্রসব করিয়াছি তখন তাহাকে নিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছি । হুজুর পাক তাহার ডান কানে আজান দিয়াছেন এবং বাম কানে তাকবীর দিয়াছেন । আর তাহার মুখে থুতু মুবারক দিয়াছেন এবং তাহার নাম রাখিয়াছেন আব্দুল্লাহ । আর বলিয়াছেন, খলীফাদিগের পিতাকে লইয়া যাও । অতঃপর আমি হজরত আব্বাসকে এই কথা শুনাইয়াছি । তখন তিনি হুজুর পাকের নিকট এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তাহাই হইবে তিনি যাহা আপনাকে শুনাইয়াছেন । এই বাচ্চা হইবে খলীফা দিগের পিতা । শেষ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে থেকে হইবে সাফ্ফাহ, শেষ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে থেকে হইবে মাহদী, শেষ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে থেকে হইবেন সেই ব্যক্তি যিনি হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সহিত নামাজ পড়িবেন । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১১৯ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হজরত উম্মুল ফজল ইঁনি হইলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চাচা হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুর স্ত্রী । তিনি গর্ভ ধারন করিয়াছেন তাহা কেহ জ্ঞাত ছিল না । এমন কি তিনি হুজুর পাকের নিকটও গোপন রাখিতে চাহিয়া ছিলেন যে, ইয়া রসুলাল্লাহ ! ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে ? কারন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

বদর যুদ্ধে পরাজিত হইবার পরে কুরাইশ কাফেররা শপথ গ্রহন করিয়া ছিল যে, তাহারা ইহার প্রতিশোধ না নেওয়ার পূর্বে কেহ স্ত্রী সহবাস করিবে না । কিন্তু নবুওয়াতের নজরকে কে আড়াল করিতে পারে !

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুর যে বাচ্চাকে জন্মের পূর্বে আবুল খোলাফা বা খলীফাদিগের পিতা বলিয়া শুভ সংবাদ দিয়া ছিলেন এবং তাহার নাম রাখিয়া ছিলেন আব্দুল্লাহ । বাস্তবে এই আব্দুল্লাহর বংশ থেকে খিলাফাতে আব্বাসী প্রকাশ পাইয়াছে এবং সাফ্‌ফাহ ও মাহদী হইয়াছে । আর এই বংশ থেকেই হজরত ইমাম মাহদী আসিবেন এবং তিনি হজরত ঈশা আলাইহিস সালামের সহিত নামাজও পড়িবেন ।

(গ) বাচ্চা পয়দা হইলে তাহার ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামাত পাঠ করা সুন্নাত । বর্তমানে এই সুন্নাতটি মুর্দা হইবার কাছাকাছি হইয়া গিয়াছে । হসপিটালে প্রসাব করিলেও বাড়িতে আনিবার পরে আজান ও ইকামত দিলেও সুন্নাত আদায় হইয়া যাইবে ।

হাদীস - ১৯

واخرج البيهقى عن الشعبى قال قلن النسوة يارسول الله اينا اسرع بك لحوقا قال اطولكن يدا فاخذنا يتذارعن ايهن اطول يدا فلما توفيت زينب علمن انها كانت اطولهن يدا فى الخير والصدقة.

ইমাম বায়হাকী হজরত শা'বী থেকে বর্ননা করিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিবিগন বলিয়াছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাদের মধ্যে সর্ব প্রথম কে ইন্তেকাল করিবে ? তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যাহার হাত সব চাইতে লম্বা । তখন তাহারা নিজেদের মধ্যে হাত মাপামাপি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, কাহার হাত সব চাইতে লম্বা । অতঃপর যখন হজরত জায়নাব ইন্তেকাল করিয়াছেন তখন তাঁহারা জানিয়া গিয়াছেন যে, দান খয়রাতের দিক

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়া তাঁহার হাত ছিল তাঁহাদের থেকে লম্বা । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৯ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীসটি ইমাম মোসলেম হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা থেকে নিম্নোরূপ ভাষায় বর্ননা করিয়াছেন ।

"قال رسول الله ﷺ اسرعكن لحوقابى اطولكن يدا فكن يتطاولن ايهن اطول يدا فكانت اطول يدا لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যাহার হাত সবচাইতে লম্বা সেই প্রথম (ইন্তেকাল করতঃ) আমার সহিত মিলিত হইবে। তখন তাহারা হাত মাপিতে আরম্ভ করিয়া ছিল যে, তাহাদের মধ্যে সবচাইতে কাহার হাত লম্বা । হজরত জয়নাবের হাত ছিল সব চাইতে লম্বা । কারন, তিনি হাতের কাজ করিতেন এবং সাদকা করিতেন । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৯ পৃষ্ঠা)

(খ) বর্তমান হাদীস পাক থেকে পরিস্কার প্রমান হইয়া থাকে যে, তিনি তাঁহার বিবিগনের হায়াত ও মওত সম্পর্কে ভাল ভাবে অবগত ছিলেন । কে আগে ইন্তেকাল করিবেন এবং কে কাহার পরে ইন্তেকাল করিবেন তাহা তাঁহার আদৌ অজানা ছিল না ।

(গ) আমাদের আম্মাজান - হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিবিগন প্রথমতঃ হাদীসের জাহিরী অর্থ বুঝিয়া ছিলেন ।এইজন্য তাঁহারা নিজেদের হাত মাপামাপি করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন । পরে তাঁহারা বুঝিয়া ছিলেন যে, আসলে এই চামড়ার হাত নয়, বরং দানের হাত । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরে সর্ব প্রথম হজরত জায়নাব রাদী আল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করিয়া ছিলেন এবং তিনি ছিলেন বিবিদের মধ্যে সবচাইতে দানশীলা ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ২০

اخرج مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتى بالمشركين وحتى يعبدوا الاوثان۔

হজরত সাওবান রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামত কায়েম হইবে না যতক্ষন পর্যন্ত আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু গোত্র মুশরিকদের সহিত মিলিয়া না যাইয়া থাকে এবং যতক্ষন পর্যন্ত ঠাকুর পূজা না করিয়া থাকে । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২৭ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আজ থেকে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে যে ভবিষ্যত বানী করিয়াছেন তাহা আজ বাস্তব হইতে চলিয়াছে । মুসলমানদের একটি অংশ কাফের মুশরিকদের সহিত মিলিয়া গিয়াছে এবং ঠাকুর পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে । কলিকাতায় অনেক গুলি পূজা মন্ডব মুসলমানদের পরিচালনায় শুরু ও শেষ হইয়া থাকে ।

(খ) বর্তমানে পীর পূজা শুরু হইয়া গিয়াছে যাহা হইল ঠাকুর পূজার নামান্তর। প্রায় পীর মুরীদ মহলে নিজেদের ছবি দিতে আরম্ভ করিয়াছে । এই ছবিগুলি বাড়িতে, দোকানে ও খানকাতে রাখিয়া দিয়া নিয়মিত সকাল সন্ধায় ধুপধূনা দেওয়া হইতেছে। ফুলের মালাও দেওয়া হইয়া থাকে । দুই একদিন পরে পরিবর্তনও করিয়া থাকে । ধীরে ধীরে এই ছবি গুলি কেবল কাগজের উপর থাকিবে না, বরং পাথরের মুর্তি তৈরি হইবে । নাউজুবিল্লাহ ! লা হাউলা অলা কুওতা ইল্লা বিল্লাহ ! মুসলমান! খুব সাবধান ! যে সমস্ত পীর মুরীদ মহলে নিজের ছবি দিয়া থাকে তাহারা আসলে পীর নয়, বরং মানবরূপী শয়তান । ইহাদের হাতে মুরীদ হওয়া হারাম ।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার নবুওয়াতের লাইটে কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত নয়, বরং জান্নাতীদের জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাহান্নামীদের জাহান্নাম যাওয়া পর্যন্ত দেখিয়া নিয়াছেন। তবেই তো তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে এই প্রকার ভবিষ্যত বানী করা।

হাদীস - ২১

اخرج البيهقی عن ابن مسعود قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فی خطبته ايها الناس ان منكم منافقين فمن سميت فليقم قم يا فلان قم يا فلان حتى عد ستا و ثلاثين۔

ইমাম বায়হাকী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ননা করিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের নিকটে খুতবাহ দিয়াছেন। তিনি তাঁহার খুতবাহতে বলিয়াছেন, মানুষগন! নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে মুনাফিকরা রহিয়াছে। সুতরাং যাহার নাম বলিব সে যেন দাঁড়াইয়া যায়। হে অমুক! তুমি দাঁড়াও, হে অমুক তুমি দাঁড়াও। এই প্রকারে ছত্রিশ জন মানুষকে গননা করা হইয়াছে। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১০২ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ঈমান হইল বিশ্বাস এবং কুফর হইল অবিশ্বাস। এই দুইটির স্থান হইল অন্তরের অন্তস্থল। মানুষকে টুকরা টুকরা করিলেও ঈমান ও কুফর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু নবুওয়াতের নজরের আড়ালে না ঈমান থাকিতে পারে, না কুফর থাকিতে পারে। তাই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ছত্রিশ জন মানুষকে মুনাফিক বলিয়া চিহ্নীত করিয়া দিয়াছেন। কেহ কিন্তু প্রতিবাদ করিবার সাহস পায় নাই। কারন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যাহা দিগকে মুনাফিক বলিয়াছেন তাহারা সুনিশ্চিত ভাবে মুনাফিকই ছিল। তাই ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান বলিয়াছেন -

سر عرش پر ہے تری گزر

دل فرش پر ہے تری نظر

pdf By Syed Mostafa Sakib

ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں

وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔

ইয়া রসূলাল্লাহ ! তুমি আরশ অতিক্রম করিয়াছো । আবার অন্তর জমীনে তোমার নজর রহিয়াছে । মাখলুকের মধ্যে কোন জিনিষ তোমার নজরের আড়ালে নাই । (হাদায়েকে বখশিশ)

হাদীস - ২২

اخرج الحاكم و صححه الحارث بن حاطب ان رجلا سرق على عهد رسول الله ﷺ فاتى به فقال اقتلوه فقالوا انما سرق قال فاقطعوه ثم ايضا فقطع ثم سرق على عهد ابى بكر فقطع ثم سرق فقطع حتى قطعت قوائمه ثم سرق الخامسة فقال ابو بكر كان رسول الله ﷺ اعلم بهذا حيث امر بقتله اذهبوا به فاقتلوه فقتلوه۔

হারিস ইবনো হাতিব থেকে বর্নিত হইয়াছে, এক ব্যক্তি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রাজত্বকালে চুরি করিলে তাহাকে ধরিয়া আনা হইলে হুজুর পাক বলিয়াছিলেন, তোমরা তাহাকে কতল করিয়া দাও । সাহাবাগন বলিয়াছেন, সে তো কেবল চুরি করিয়াছে । তখন তিনি বলিয়াছেন, তবে তোমরা তাহার হাত কাটিয়া দাও । লোকটি আবার চুরি করিলে তাহার হাত কাটিয়া দেওয়া হয় । তারপর সে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুর রাজত্বকালে আবার চুরি করিয়াছে । অতঃপর তাহার একটি পা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে । লোকটি আবার চুরি করিলে আর একটি পা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে । শেষ পর্যন্ত তাহার

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাত পা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে । তারপর যখন সে পঞ্চমবারে চুরি করিয়াছে তখন হজরত আবু বাকার বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইহা খুব অবগত ছিলেন ।এই কারনে তাহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়া ছিলেন। তোমরা তাহাকে নিয়া যাও এবং কতল করিয়া দাও । শেষ পর্যন্ত তাহাকে কতল করিয়া দিয়াছেন । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১০৪ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু চুরির অপরাধে কোরয়ান পাকে হাত কাটিয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে । কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চোরটির গর্দান কাটিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন ।এই কারনে সাহাবায় কিরামগন বলিয়াছেন, লোকটি তো কেবল চুরি করিয়াছে ! কারণ, তাহারা এই চোরের ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না । শেষ পর্যন্ত লোকটি যখন হজরত আবু বাকারের খেলাফত কালে পঞ্চমবারে চুরি করিয়া ছিল এবং তাহার হাত ও পা কাটিবার মত কিছু ছিল না, তখন সবার সামনে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিস্তীর্ন জ্ঞানের কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে ।

হাদীস - ২৩

واخرج مسلم و ابوداود و البيهقي عن انس ان النبي ﷺ قال ليلة بدر هذا مصرع فلان انشاء الله تعالى غدا و وضع يده على الارض و هذا مصرع فلان انشاء الله تعالى غد او وضع يده على الارض . و هذا مصرع فلان انشاء الله تعالى غد او وضع يده على الارض فوالذى بعثه بالحق ما اخطأ وا تلك الحدود جعلوا يصرعون عليها ثم القوا في القليب و جاء النبي ﷺ فقال يا فلان بن فلان و

pdf By Syed Mostafa Sakib

يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فانى وجدت ما وعدنى ربى حقا قالوا يا رسول الله اتكلم اجساد الا ارواح فيها فقال ما انتم باسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون ان يردوا على -

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বদর যুদ্ধের আগের রাতে জমীনের উপরে তাঁহার হাত রাখিয়া বলিয়াছেন, ইহা হইল আগামী কাল অমুকের পড়িয়া মরিবার স্থান ইনশায়াল্লাহু তায়ালা এবং ইনশায়াল্লাহু তায়ালা আগামী কাল ইহা হইল অমুকের পড়িয়া মরিবার স্থান এবং জমীনের উপরে নিজের হাত রাখিয়া দিয়া বলিয়াছেন, ইনশায়াল্লাহু তায়ালা আগামীকাল ইহা হইল অমুকের পড়িয়া মরিবার স্থান। কসম সেই সত্ত্বার, যিনি হুজুর পাককে সত্যের সহিত প্রেরন করিয়াছেন, তাহাদের কেহ সেই সীমাগুলি অতিক্রম করে নাই। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যে স্থানগুলি দেখাইয়াছেন সেখানেই পড়িয়া তাহারা মরিয়াছে। তারপর তাহাদিগকে কুয়াতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আসিয়া বলিয়াছেন, হে অমুকের পুত্র অমুক ! হে অমুকের পুত্র অমুক ! তোমরা কি তাহা সত্য পাইয়াছো যাহা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ? নিশ্চয় আমি সত্য পাইয়াছি, যাহা আমার প্রতিপালক আমার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সাহাবায় কিরাম বলিয়াছেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনি সেই দেহগুলির সহিত কথা বলিতেছেন যে গুলিতে প্রান নাই ? তিনি বলিয়াছেন, তোমরা তাহাদের থেকে বেশি শ্রবন করিয়া থাকো না। কিন্তু তাহারা আমার জবাব দিতে সক্ষম নয়। (মোসলেম, আবু দাউদ, বায়হাকী ও খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ১৯৯ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) কে কোথায় মরিবে তাহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অবগত। বর্তমান হাদীসটি হইল ইহার বাস্তব দলীল। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বদর যুদ্ধের এক দিন পূর্বে বদর প্রান্তে ঘুরিয়া কাফেরদের পড়িয়া মরিবার স্থানগুলি তাহাদের নাম ধরিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। বর্ননা কারী কসম

pdf By Syed Mostafa Sakib

করতঃ বলিয়াছেন যে, হুজুর পাকের কথা বাস্তব হইয়াছে। কেহ সামান্য সরা নড়া করে নাই।

(খ) মরনের পরে মানুষ জীবিত ব্যক্তিদের কথা খুব শুনিতে পায়। এইজন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সরাসরি নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

(গ) বদর যুদ্ধে কাফেরদের অবস্থা হইয়া ছিল অত্যন্ত করূন! বদর ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। বিশেষ করিয়া হজরত জিবরাঈল আমীন সব সময়ে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন।

হাদীস - ২৪

"عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ ليأتين على امتى كما اتى على بنى اسرائيل حزو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان فى امتى من يصنع ذلك وان بنى اسرائيل تفرقت ثنتين و سبعين ملة وتفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابى رواه الترمذى. وفى رواية احمد و ابى داؤد عن معاوية ثنتان وسبعون فى النار و واحدة فى الجنة وهى الجماعة"

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আমর হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, অবশ্যই আমার উম্মাতের উপরে একটি যুগ আসিবে যেমন বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপরে আসিয়াছে, যেমন একটি জুতা আর একটি জুতার ন্যায় (সর্ব দিক দিয়া একই প্রকার) এমন কি যদি তাহাদের মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেহ নিজ মাতার সহিত জেনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কেহ হইবে যে এইরূপ করিবে । নিশ্চয় বানী ইসরাঈল সম্প্রদায় বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে । কেবল একটি দল ছাড়া সব দল গুলি হইবে জাহান্নামী । সাহাবায় কিরাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইয়া রসুলাল্লাহ ! সেই ফিরকা বা দলটি কাহারা ? হুজুর পাক বলিয়াছেন - আমি এবং আমার সাহাবাগন যাহার উপরে রহিয়াছি (অর্থাৎ আমাদের পদাংক অনুসরনকারী দল) হাদিসটি ইমাম তিরমিজী বর্ননা করিয়াছেন। আহমাদ ও আবু দাউদের মধ্যে হজরত আমীর মুযবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত হইয়াছে, বাহাত্তরটি দল হইবে জাহান্নামী এবং একটি দল হইবে জান্নাতী । আর সেইটি হইল মুসলমানদের বড় জাময়াত । (মিশকাত ৩০ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম 'তিয়াত্তর' বলিয়া একটি গায়েবের সংবাদ দিয়াছেন যে, এই উম্মাত না বাহাত্তর দল হইয়া কিয়ামত হইবে, না চুয়াত্তর দল হইয়া কিয়ামত হইবে । আজ থেকে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে তিয়াত্তর বলিয়া নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইল অবশ্যই গায়েব ।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কেবল তিয়াত্তর দলের কথা বলেন নাই, বরং এই দলগুলির অবস্থা সম্পর্কে বলিয়া দিয়াছেন যে, একটি দল ছাড়া সমস্ত দল গুলিই হইবে জাহান্নামী ।

(গ) হাদীস পাকে জান্নাতী দলের নির্দশন বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবায় কিরাম দিগের পথের উপরে থাকিবে । এখন সবাই দাবীদার যে, আমরা তাঁহাদের পথের উপরে রহিয়াছি । কিন্তু দাবী করিলেই জান্নাতী দল হইবে এমন কথা নয়, বরং তাহারাই হইবে জান্নাতী দল যাহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েবের প্রতি বিশ্বাসী ।

(ঘ) দ্বিতীয় বর্ননায় বলা হইয়াছে, সেই জান্নাতী দলটি হইবে বড় জাময়াত। আল হামদুলিল্লাহ ! হানাফী, শাফয়ী, মালেকী ও হাম্বালী; এই চারটি মযহাবের সমষ্টি হইল বড় জাময়াত এবং এই বড় জাময়াতটি আহলুস্‌সুন্নাত অল জাময়াত ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঙ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জান্নাতী দলের নির্দশনের বর্ননায় সাহাবায় কিরাম দিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কারন, কিছু কাজ এমন রহিয়াছে যে, যাহা পালনের জন্য সাহাবায় কিরাম দিগের অনুসরন করা জরুরী। যেমন কোরয়ান পাকে বলা হইয়াছে وتعزروه وتوقروه তোমরা রসুলকে সম্মান ও ইজ্জাত করো। প্রকাশ থাকে যে, নিজে নিজেকে সম্মান দেওয়া যায় না। আয়াত পাকের নির্দেশ সাহাবায় কিরাম পালন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই স্থলে আমাদের জন্য সাহাবায় কিরাম দিগের অনুসরন করা জরুরী। এই কারনে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সাহাবায় কিরাম দিগের কথা বলিয়াছেন।

হাদীস - ২৫

اخرج مسلم عن حذيفة قال لقد حدثني رسول الله ﷺ بما يكون حتى تقوم الساعة.

হজরত হুযায়ফা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, নিশ্চয় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে তাহা আমার নিকটে বলিয়া দিয়াছেন। (মোসলেম, খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১০৮ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ২৬

اخرج الشيخان من وجه آخر عنه قال قام فينا رسول الله ﷺ مقاما ماترك فيه شيئا الى قيام الساعة الا ذكره حفظه من حفظه ونسيه من نسيه.

ইমাম বোখারী ও মোসলেম হজরত হুযাইফা রাদী আল্লাহু আনহুর থেকে অন্য এক সুত্রে বর্ননা করিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের নিকটে এক স্থানে দাঁড়াইয়া কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত জিনিষের বিবরন দিয়াছেন। তবে যে তাহা স্মরন রাখিয়াছে সে স্মরন রাখিয়াছে এবং যে ভুলিয়া গিয়াছে সে ভুলিয়া গিয়াছে। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১০৮ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ২৭

اخرج مسلم عن ابی زید قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت الظهر ثم نزل فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا حتی غربت الشمس فاخبرنا بما کان وما هو کائن الی یوم القیامة فاحفظنا اعلمنا۔

ইমাম মোসলেম আবু যায়েদ থেকে বর্ননা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের ইমাম হইয়া ফজরের নামাজ আদায় করিয়াছেন । তারপর তিনি মিম্বারে উঠিয়া জোহর পর্যন্ত আমাদের উপদেশ দিয়াছেন। তারপর অবতরন করিয়াছেন এবং নামাজ আদায় করতঃ আবার মিম্বারে উঠিয়া সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত উপদেশ দিয়াছেন । তিনি যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে সব আমাদের সংবাদ দিয়াছেন । তবে আমাদের মধ্যে যে সব চাইতে বেশি স্মরন রাখিয়াছে সেই আমাদের মধ্যে সব চাইতে বড় আলেম । (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১০৮ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ২৮

واخرج احمد و ابن سعد والطبرانی عن ابی ذر قال لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومایقلب طائر جناحیه فی السماء الا ذکرنا منه علما۔

হজরত আবু জার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, অবশ্য অবশই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, এমন কোন পাখি নাই যে, আসমানে সে তাহার দুটি ডানা দ্বারা উড়িয়া থাকে কিন্তু তাহার সম্পর্কে আমাদের কাছে বিবরন দিয়াছেন । (মোসনাদে আহমাদ, ইবনো সায়াদ ও তাবরানী, খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১০৮ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ২৯

واخرج الطبرانی عن عمر قال رسول

اللّٰہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللّٰہ قد رفع لی الدنیا فانا

انظر الیہا والی ما ھو کائن فیہا الی یوم

القیامۃ کانما انظر الی کفی ھذہ۔

হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে আমার সামনে করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমি দুনিয়াকে ও কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু হইবে তাহা দেখিয়া থাকি যেমন আমি আমার এই হাতের তালুকে দেখিয়া থাকি। (তিবরানী, খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১০৯ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হাদীস নাম্বার পঁচিশ থেকে এপর্যন্ত যে হাদীস গুলি বর্ননা করা হইয়াছে সেগুলি থেকে পরিস্কার প্রমান হইতেছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে তাহা সাহাবা দিগের নিকটে বলিয়া দিয়াছেন। অবশ্য ইহা ছিল তাঁহার একটি বিশেষ মু'জিযা। অন্যথায় সমস্ত বিষয়ের উপরে আলোকপাত করা অসম্ভব।

(খ) হাদীস পাক গুলি থেকে প্রমান হইতেছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যে কিয়ামত পর্যন্ত কেবল বড় বড় জিনিষের সংবাদ মোটামুটি ভাবে বর্ননা করিয়া দিয়াছেন এমন কথা নয়। বরং সামান্য থেকে সামন্য খুঁটি নাটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। যেমন বলা হইয়াছে যে, আসমানে পাখি যে তাহার ডানাদ্বয়কে নাড়িয়া থাকে তাহা সম্পর্কেও বিবরন দিয়াছেন।

(গ) উনত্রিশ নাম্বার হাদীস থেকে পরিস্কার প্রমান হইতেছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হাজির ও নাজির। কারন, কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে সবই তিনি তাঁহার হাতের তালুর ন্যায় দেখিয়া থাকেন। প্রকাশ থাকে যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুনিয়ার সর্বত্রে তাঁহার হাজির থাকিবার প্রয়োজন নাই, বরং সারা দুনিয়া তাঁহার দরবারে হাজির । এইজন্য আল্লাহ তায়ালা কোরয়ান পাকে তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ ঘোষনা করিয়াছেন - يايها النبى انا ارسلناك شاهدا প্রিয় পয়গম্বর! নিশ্চয় আমি তোমাকে 'শাহিদ' - সাক্ষী করিয়া প্রেরন করিয়াছি । প্রকাশ থাকে যে, সাক্ষীর জন্য উপস্থিত থাকা ও ঘটনাকে দেখা শর্ত ।

হাদীস - ৩০

عن ابى ذررضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت على اعمال امتى حسنها و سيئها فوجدت فى محاسن اعمالها الازى يماط عن الطريق ووجدت فى مساوى اعمالها النخاعة تكون فى المسجد لا تدفن۔

হজরত আবু জার রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার নিকটে আমার উম্মাতের ভাল ও মন্দ সমস্ত আমল পেশ করা হইয়াছে । সুতরাং আমি তাহাদের নেক আমলের মধ্যে সেই কষ্ট দায়ক জিনিষটিও পাইয়াছি যাহা রাস্তা থেকে সরাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহাদের মন্দ আমলের মধ্যে সেই থুতুকে পাইয়াছি যাহা মসজিদে পড়িয়া যায় এবং তাহা মুছিয়া দেওয়া হইয়া থাকে না । (মোসলেম, মিশকাত ৬৯ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) কিয়ামত পর্যন্ত উম্মাতের সমস্ত আমল চাই ভাল হউক অথবা মন্দ হউক, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অবগত রহিয়াছেন । কারন, তাঁহার চক্ষুদয় রাতে ও দিনে, দুরে ও কাছে, জাহির ও বাতিন এবং যাহা হইয়াছে ও যাহা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয় নাই সবই দেখিয়া থাকে ।

(খ) সুফিয়ায় কিরাম বলিয়াছেন, হাদীস পাকে আমল বলিতে কেবল বাহ্যিক আমল নয়, বরং অন্তরের আমলও শামীল । সুতরাং তিনি আমাদের আন্তরিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত ।(মিরাতুল মানাজীহ প্রথম খন্ড ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

(গ) হাদীস পাকে যে রাস্তার কথা বলা হইয়াছে সেই রাস্তা হইল মুমিন মুসলামানের রাস্তা । যে রাস্তা দিয়া মুসলমান যাতায়াত করিয়া থাকে সেই রাস্তা থেকে কষ্ট দায়ক জিনিষ সরাইয়া দেওয়া সাওয়াবের কাজ । যে রাস্তা দিয়া কেবল কাফেররা চলাফেরা করিয়া থাকে সেই রাস্তা থেকে থেকে কাঁটা ইত্যাদি সরাইয়া দেওয়া সওয়াবের কাজ নয় ।

হাদীস - ৩১

عن انس قال قال رسول الله ﷺ عرضت على اجور امتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت على ذنوب امتى فلم ار ذنبا اعظم من سورة من القران او اية اوتيها رجل ثم نسيها.

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার নিকটে আমার উম্মাতের সাওয়াব পেশ করা হইয়াছে, এমনকি সেই ঘাস-কুটিকাটি, যাহা মানুষ মসজিদ থেকে ফেলিয়া দিয়া থাকে এবং আমার নিকটে আমার উম্মাতের গোনাহ দেখানো হইয়াছে ।

তবে আমি তাহা থেকে বড় কোন গোনাহ দেখিনাই যে, কোন মানুষকে কোরয়ানের কোন সূরাহ কিংবা কোন আয়াত প্রদান করা হইয়াছে, অতঃপর সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে ।(তিরমিজী, আবু দাউদ ও মিশাকাত ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) সুবহানাল্লাহ ! উম্মাতের সাওয়াব ও গোনাহ সম্পর্কে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অবগত । মানুষ যদি বর্তমান হাদীসের উপরে ঈমান রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ইল্মে গায়েব নিয়া কেহ কোন প্রকার সমালোচনায় যাইতে পারে না ।

(খ) মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একটি উত্তম আমল ।

(গ) বার্দ্ধকতার কারনে যদি কেহ কোরয়ান শরীফ মুখস্ত করিবার পরে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ গোনাহ হইবে না ।

হাদীস - ৩২

عن عبد الرحمن بن عائش قال قال رسول الله ﷺ رايت ربى عزوجل فى احسن صورة قال فيما يختصم الملا الاعلى قلت انت اعلم قال فوضع كفه بين كتفى فوجدت بردها بين ثدى فعلمت مافى السموت و الارض-

হজরত আব্দুর রহমান ইবনো আয়েশ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি আমার প্রতি পালককে উত্তম আকৃতিতে দেখিয়াছি । আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, নিকটস্ত ফিরিশতাগন কোন্ জিনিষ সম্পর্কে ঝগড়া করিতেছেন ? আমি বলিয়াছি, আল্লাহ ! তুমি সবচাইতে বেশি জ্ঞাত । তখন তিনি তাহার কুদরতী হাতকে আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখিয়া দিয়াছেন । অতঃপর আমি উহার ঠান্ডা আমার সীনাতে অনুভব করিয়াছি । আর যাহা কিছু আসমান সমূহে ও জমীনে রহিয়াছে তাহা সমস্ত আমি জ্ঞাত হইয়া গিয়াছি। (মিশকাত ৬৯/৭০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের অতি উত্তম আকৃতিতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করিয়াছেন । প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা সূরাত থেকে পাক পবিত্র । অর্থাৎ দীদারে ইলাহীর সাময়ে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সূরাত ছিল আতি উত্তম । কারন, এই দীদার বা দর্শনের সময়ে তিনি ছিলেন নুরী অবস্থায় ।

(খ) বর্তমান হাদীস থেকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য দীদারে ইলাহী প্রমান হইয়া থাকে । বাস্তবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করিয়াছেন । অবশ্য সেই দর্শন আমাদের জন্য বর্ননাতীত ও কল্পনাতীত ।

(গ) ফিরিশতাদের ঝগড়া করিবার অর্থ হইল যে, কে বান্দার আমল লইয়া যাইবে ! সবাই দাবী করিবে যে, আমি লইয়া যাইবো ।

(ঘ) বর্তমান হাদীস হইল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিস্তীর্ন ইল্মের প্রকাশ্য দলীল । তিনি আসমান ও জমীনের সমস্ত জর্রা ও পাতার খবর রাখিয়া থাকেন । বর্তমান হাদীস পাকের স্বপক্ষে কোরয়ান পাকের অনেক আয়াত রহিয়াছে। অবশ্য যে সমস্ত আয়াত পাক থেকে তাঁহার ইল্মে গায়েব না থাকা প্রমান হইয়া থাকে সেই আয়াত গুলির অর্থ হইবে নিজস্ব ইল্ম । অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তাহার হাবীবকে সমস্ত ইল্ম প্রদান করিয়াছেন ।

(ঙ) হাদীস পাকে আল্লাহ তায়ালার কুদরতী হাতের বিবরন দেওয়া হইয়াছে।

হাদীস - ৩৩

عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و
في يديه كتابان فقال اتدرون ماهذان الكتابان
قلنا لا يارسول الله الا ان تخبرنا فقال للذى في يده
اليمنى هذا كتاب من رب العلمين فيه اسماء
اهل الجنة و اسماء ابائهم و قبائلهم ثم اجمل على اخر

pdf By Syed Mostafa Sakib

هم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال للذى فى شماله هذا كتاب من رب العٰلمين فيه اسماء اهل النار و اسماء ابائهم و قبائلهم ثم اجمل على اٰخر هم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا۔

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আমর রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, একবার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম শুভাগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার দুই হাতে ছিল দুইটি কিতাব । তিনি বলিয়াছেন, তোমরা কি জানো যে, এই দুইটি কিতাব কি? আমরা আবেদন করিয়াছি, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনার না জানানোয় আমরা জানি না । তখন তিনি তাঁহার ডান হাতের কিতাবটির সম্পর্কে বলিয়াছেন, ইহা হইল রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে একখানা কিতাব । যাহাতে সমস্ত জান্নাতীদের নাম এবং তাহাদের বাপ দাদা ও বংশের নাম রহিয়াছে । অতঃপর তাহাদের শেষ পর্যন্ত টোটাল দেওয়া হইয়াছে । সুতরাং তাহাতে কখনো বেশি ও কম হইবে না । অতঃপর তাঁহার বাম হাতের কিতাবটির সম্পর্কে বলিয়াছেন, ইহা হইল রব্বুল আ'লামীন আল্লাহর তরফ থেকে একখান কিতাব । ইহাতে জাহান্নামীদের নাম লেখা রহিয়াছে এবং তাহাদের বাপদাদা ও বংশের নাম লেখা রহিয়াছে । অতঃপর শেষ পর্যন্ত টোটাল দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাতে কখনো কম ও বেশি হইবে না । (মিশকাত ২১ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাতে বাস্তবে দুইখান কিতাব ছিল । অন্যথায় তিনি এই প্রকার প্রশ্ন করিতেন না যে, তোমরা কি জানো যে, এই দুই খানা কিতাব কি ? যদি সাহাবায় কিরাম দুইখান কিতাব বাস্তবে দেখিতে না পাইতেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতেন - ইয়া রসুলাল্লাহ ! সেই দুটি কিতাব কি এবং সেগুলি কোথায় রহিয়াছে ?

(খ) সাহাবাদিগের ধারনা ছিল যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাতের দুইখানা কিতাবের মধ্যে বহু রহস্যপূর্ন কথা লিখিত রহিয়াছে এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহা পাঠ করতঃ আমাদিগকে শুনাইতে সক্ষম

pdf By Syed Mostafa Sakib

রহিয়াছেন ।

(গ) আল্লাহ তায়ালা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে প্রত্যেক জান্নাতী ও প্রত্যেক জাহান্নামীর সম্পর্কে বিস্তীর্ন ইল্ম-জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন যে, যাহা কখনো পরিবর্তন হইবে না । কারণ, শেষ পর্যন্ত জান্নাতীদের সংখ্যা কত হইবে এবং জাহান্নামীদের সংখ্যা কত হইবে নির্ধারিত করা হইয়া গিয়াছে ।

(ঘ) লওহে মাহফুজে ফিরিশতাদের নজর থাকে এবং আউলিয়ায় কিরামদিগের নজর থাকে । কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাতের কিতাব দুইটিতে না ফিরিশতাদের নজর রহিয়াছে, না আউলিয়ায় কিরামদিগের নজর রহিয়াছে ।

(ঙ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের এই বিস্তীর্ন ইল্মের পরে যদি কেহ তাঁহার ইল্মকে অস্বীকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে হইবে নিশ্চয় একজন গোমরাহ মানুষ ।

হাদীস - ৩৪

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى ياتى على الناس يوم لا يدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل و المقتول فى النارمسلم ـ

হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, শপথ সেই সত্ত্বার যাহার হাতে আমার প্রান রহিয়াছে, পৃথিবী ধ্বংস হইবে না যে, শেষ পর্যন্ত মানুষের উপরে এমন দিন চলিয়া আসিবে যে, হত্যাকারী জানিবে না যে, কি কারনে সে হত্যা করিয়াছে এবং নিহত ব্যক্তি জানিবে না যে, তাহাকে কি কারনে হত্যা করা হইয়াছে । আবেদন কর হইয়াছে, ইহা কেমন করিয়া হইবে ? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যাপক ফিতনার কারনে । তবে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাহান্নামী হইবে। (মোসলেম, মিশকাত ৪৬২ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীস পাক থেকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েব প্রমান হইয়া থাকে যে, তিনি দেড় হাজার বছর পূর্বে যাহা বলিয়াছেন আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব হইতেছে।

(খ) সুবহানাল্লাহ ! বর্তমান হাদীস আজ কতো বাস্তব যে, মানুষ মানুষকে মশা মাছির ন্যায় হত্যা করিয়া চলিয়াছে। ইহার একমাত্র কারন হইল যে, বিশ্বব্যাপী ইসলামী আদালত কায়েম না থাকা।

(গ) হত্যাকারীর জাহান্নামী হইবার কারন যে, হত্যা করা। কিন্তু নিহত ব্যক্তির জাহান্নামী হইবার কারন কি ! এবিষয়ে মুহাদ্দিসগন বলিয়াছেন, তাহার জাহান্নামী হইবার কারন হইল 'হত্যা করিবার পাকা সিদ্ধান্ত'। আর্থৎ নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে হত্যা করিবার পূর্ন প্রচেষ্টায় ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় বিফল হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যাইতেছে যে, গোনাহ করিবার পাকা সিদ্ধান্তও গোনাহ।

হাদীস - ৩৫

عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ هلكة امتی علی يدی غلمة من قريش رواه البخاری۔

হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, অমার উম্মাতের ধ্বংস রহিয়াছে কিছু কুরাইশ তরুনের হাতে। (বোখারী ও মিশকাত ৪৬২ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের এই ভবিষ্যত বানীতে ইংগিত ছিল এযীদ ও মারওয়ান প্রমূখ অযোগ্য রাজা বাদশাদের দিকে। বাস্তবে ইহাদের দ্বারায় উম্মাতের উপরে যে বিপদ আসিয়াছে তাহা সমস্ত জগত জ্ঞাত রহিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ৩৬

عن سفينة قال سمعت النبى عليه وسلم يقول الخلافة ثلثون سنه ثم تكون ملكا ثم يقول سفينة امسك خلافة ابى بكر سنتين وخلافة عمر عشرة و عثمان اثنى عشرة و على ستة رواه احمد والترمزى وابوداؤد.

হজরত সাফীনা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, খিলাফত থাকিবে ত্রিরিশ বছর। তারপর হইয়া যাইবে বাদশাহী। তারপর সাফীনা বলিতেন, গননা করিয়া নাও - হজরত আবু বাকারের খিলাফত দুই বছর, হজরত উমারের খিলাফত দশ বছর,হজরত উসমানের খিলাফত বারো বছর ও হজরত আলীর খিলাফত ছয় বছর। (মিশকাত ৪৬৩ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীস পাকে খিলাফত বলিতে খিলাফাতে রাশেদাহ বা খিলাফাতে কামেলাহ। এই খিলাফতের প্রতি আল্লাহ ও তাঁহার রসূল সন্তুষ্ট। এই খেলাফতের ধারক ও বাহক ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদ্বীন। খোলাফায়ে রাশেদ্বীন হইলেন হজরত আবু বাকার সিদ্দিক থেকে ধারাবাহিক চার জন। এই চার জনই ছিলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রকৃত প্রতিনিধি বা জানশীন। ইহাদের হাতে বাইয়াত গ্রহন করাই হইল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাতে বাইয়েত গ্রহন করা।

(খ) হাদীস পাকে ইমাম মাহদীকে খলীফাতুল্লাহ বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে খোলাফায়ে রাশেদ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইবে না। খোলাফায়ে রাশেদ্বীন চার জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(গ) বর্তমান হাদীস পাকে খিলাফাতের সময় সীমা তিরিশ বছর বলা হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা কেবল বছরের দিক দিয়া বলা হইয়াছে । মাসের দিক দিয়া নয় । এই সময় সীমার সঠিক হিসাব এইরূপ যে, খিলাফাতে সিদ্দিকী দুই বছর ছয় মাস । খিলাফাতে ফারূকী দশ বছর ছয় মাস । খিলাফাতে উসমানী বারো বছরের কিছু দিন কম ও খিলাফতে আলী চার বছর নয় মাস । চার খলীফার খিলাফাত হইল উনত্রিশ বছর সাত মাস নয় দিন । বাকী পাঁচ মাস পূর্ন করিয়া দিয়াছে হজরত ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহুর খিলাফাত । যেহেতু ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহুর খিলাফাত ছিল প্রকৃত পক্ষে হজরত আলীর খিলাফাত । এইজন্য তাহার নাম আলাদা করিয়া বর্ননা করা হয় নাই । (মিরাতুল মানাজীহ সপ্তম খন্ড ২০৪ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ৩৭

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع السيف فى امتى لم يرفع عنها الى يوم القيمة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتى بالمشركين و حتى تعبد قبائل من امتى الاوثان وانه سيكون فى امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى الله و انا خاتم النبيين لا نبى بعدى ولا تزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتى امر الله

رواه ابوداؤد و الترمزى۔

হজরত সাওবান রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন আমার উম্মাতের মধ্যে তলোয়ার রাখিয়া দেওয়া হইবে তখন তাহা কিয়ামত পর্যন্ত আর উঠিবে না । আর কিয়ামত কায়েম

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইবে না যে, শেষ পর্যন্ত আমার উম্মাতের একাংশ মোশরেকদের সহিত মিশিয়া যাইবে । আর শেষ পর্যন্ত আমার উম্মাতের একাংশ ঠাকুর পূজা করিবে । আর আমার উম্মতের মধ্যে তিরিশ জন মিথ্যাবাদী হইবে, যাহারা প্রত্যেকেই ধারনা করিবে যে, সে হইল আল্লাহর নবী । অথচ আমি হইলাম শেষ নবী । আমার পরে কোন নবী নয়। আমার উম্মাতের একটি দল হক্কের উপরে থাকিবে, সবার উপরে বিজয়ী থাকিবে। তাহাদের বিরোধী তাহাদের ক্ষতি করিতে পারিবে না । শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ আসিয়া যাইবে । (আবু দাউদ, তিরমিজী, মিশকাত ৪৬৪/ ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীস শরীফ থেকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েব প্রমান হইয়া থাকে । কারন, আজ তাঁহার ভবিষ্যতবানী বাস্তব হইতে চলিয়াছে । হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহুর যুগ থেকে মুসলমান আপশে রক্তারক্তি শুরু করিয়া দিয়াছে । আজো একই অবস্থা চলিয়া অসিতেছে । পৃথিবীর কোন না কোন জায়গায় মুসলমান নিজেদের মধ্যে লড়াই ও ফাসাদ করিয়া চলিয়াছে।

(খ) আজ মুসলমানদের একটি অংশ কাফের মোশরেকদের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে । কেবল তাই নয়, সরাসরি প্রতিমা পূজায় অংশ গ্রহন করিয়া চলিয়াছে।

(গ) মুসলামানদের একটি বড় অংশ সরাসরি ঠাকুর পূজা না করিলেও পীর পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে । ঘরে ঘরে পীরের ছবি রাখিয়া তাহাতে ধূপধূনা দিয়া থাকে, তাহাতে ফুলের মালা দিয়া থাকে, তাহাতে চুম্বন দিয়া থাকে, তাহাতে সিজদা পর্যন্ত করিয়া থাকে । মুসলমানদের একাংশ তা'জিয়া করতঃ সিজদা করিয়া থাকে। মুসলমানদের একাংশ কবরে সিজদা করিয়া থাকে । আর একাংশ পীরের সিজদা করিয়া থাকে । এইগুলি সবই ঠাকুর পূজায়-গন্য (মিরাতুল মানাজীহ সপ্তম খন্ড ২১৯ পৃষ্ঠা)

(ঘ) বহু ভন্ড নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিয়াছে । বর্তমানে কাদিয়ানী ফিৎনা হইল এই ভবিষ্যতবানীর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের ।

(ঙ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন শেষ নবী । তাঁহার পরে কোন নবী আসা কোন দিক দিয়া সম্ভব মানা কুফরী ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ৩৮

اخرج الشيخان عن ابن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فصلى ثم انصرف فقالوا يارسول الله رأيناك تناولت شيأ فى مقامك ثم رأينا كعكعت قال انى رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو اصبته لا كلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم ارمنظرا كاليوم قط افظع ورأيت اكثر اهلها النساء.

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, হজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জামানায় সূর্যে গ্রহন লাগিয়া ছিল । সুতরাং তিনি সূর্য গ্রহনের নামাজ পড়িয়াছেন । তারপর নামাজ থেকে বিরত হইয়াছেন । তখন সবাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা আপনাকে দেখিয়াছি, আপনি আপনার স্থানে থাকিয়া কিছু নিয়াছেন । তারপর আমরা আপনাকে দেখিয়াছি, পিছনে হটিয়াছেন। (ইহার কারন কি ?) তিনি বলিয়াছেন, আমি জান্নাত দেখিয়াছি এবং আঙ্গুরের একটি থোকা ধরিয়াছি । যদি আমি তাহা লইতাম, তাহা হইলে তোমরা তাহা কিয়ামত পর্যন্ত খাইতে । আমি জাহান্নাম দেখিয়াছি । অদ্যকার ন্যায় কখনো এইরূপ ভয়াভয় দৃশ্য দেখি নাই । আমি দেখিয়াছি, আধিকাংশ জাহান্নামী হইল মহিলাগন । (বোখারী, মোসলেম ও খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ৮৯ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) চন্দ্র ও সূর্য হইল আল্লাহ তায়ালার দুইটি বড় নিদর্শন । মানুষকে সাবধান করিবার জন্য আল্লাহ তায়ালা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহন লাগাইয়া থাকেন । চন্দ্র গ্রহনের নামাজ মুস্তাহাব । সূর্য গ্রহনের নামাজ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা । এই নামাজ জামাতের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সঙ্গে পড়া মুস্তাহাব । অবশ্য এই নামাজের জন্য না আজান রহিয়াছে, না ইকামত। এই নামাজে ক্বিরাত উচ্চসরে হইবে না । বিস্তারিত জানিবার জন্য বাহারে শরীয়াত দেখুন ।

(খ) সুবহানাল্লাহ ! মদীনা শরীফ থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম হজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সামনে । কেবল তাই নয়, তিনি জান্নাতের ফলে হাতও লাগাইয়াছেন । আর তিনি জাহান্নাম সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, সেখানে অধিকাংশ মহিলা রহিয়াছে ।

(গ) এই প্রকার অর্থ বহনকারী আরো অনেকগুলি হাদীস খাসায়েসে কোবরার মধ্যে রহিয়াছে ।

হাদীস - ৩৯

اخرج ابو يعلى و الحاكم و ابونعيم عن عائشة قالت اول حجر حمله النبى ﷺ لبناء المسجد ثم حمل ابو بكر حجرا ثم حمل عمر حجرا ثم حمل عثمان حجرا فقال رسول الله ﷺ هولاء الخلفاء بعدى۔

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বর্ননা করিয়াছেন, মসজিদ নির্ম্মানের জন্য সর্ব প্রথম হজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পাথর উঠাইয়াছেন । তারপর হজরত আবু বাকার সিদ্দিক পাথর উঠাইয়াছেন । তারপর হজরত উমার পাথর উঠাইয়াছেন । তারপর হজরত উসমান গনী পাথর উঠাইয়াছেন। অতঃপর হজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার পরে ইহারা হইবেন খলীফা (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১১৪ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হাদীস পাকে মসজিদ বলিতে মসজিদে কোবা । কারণ, এই হাদীসটি কিছু ভাষা পরিবর্তন হইয়া নিম্মোরূপ বর্নিত হইয়াছে -

اخرج ابونعيم عن قطبة بن مانك قال مررت

pdf By Syed Mostafa Sakib

برسول الله ﷺ ومعه ابوبكر وعمر وعثمان وهو يؤسس مسجد قباء فقلت يا رسول الله تبني هذا البناء وانما معك هؤلاء الثلاثة قال ان هؤلاء اولياء الخلافة بعدى.

হজরত কাতবাহ ইবনো মালিক বলিয়াছেন, আমি হজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট গিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন হজরত আবু বাকার, হজরত উমার ও হজরত উসমান এবং তিনি মসজিদে কোবার ভিত্তিস্থাপন করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম - ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনি এই তিন জনকে সঙ্গে নিয়া ভিত্তিস্থাপন করিতেছেন ? তিনি বলিয়াছেন, আমার পরে নিশ্চয় ইহারা হইবেন খিলাফাতের অধিপতি। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১১৪ পৃষ্ঠা)

(খ) হজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার পরে তিন জন সাহাবাকে খলীফা হইবার সংবাদ দেওয়ার মধ্যে তাঁহার ইল্মে গায়েব প্রমানিত হইয়া থাকে যে, সাহাবাগনের ইন্তেকাল তাঁহার পরে হইবে।

(গ) তিনজন সাহাবার খিলাফত ঠিক ধারাহিক। প্রথম খলীফা হজরত আবু বাকার এবং তৃতীয় খলীফা হজরত উসমান গনী। ইহাদের খিলাফাতে কোন প্রকার সন্দেহ করা গোমরাহী। যাহারা হজরত আলীকে প্রথম খলীফা হইবার উপযুক্ত বলিয়া দাবী করিয়া থাকে তাহারা গোমরাহ সন্দেহ নাই।

হাদীস - ৪০

اخرج الشيخان عن عبد الله بن سلام ان النبي ﷺ قال له انت على الاسلام حتى تموت.

হজরত ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো সালাম থেকে বর্ননা করিয়াছেন, নিশ্চয় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে বলিয়াছেন, তুমি মরন পর্যন্ত ইসলামের উপরে থাকিবে। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো সালাম রাদী আল্লাহু আনহু ছিলেন এক সময় ইহুদী। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বংশধর। ইঁনি ছিলেন একজন ইহুদী আলেম। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়াছেন। (ইকমাল, মিশকাত ৬০ পৃষ্ঠা) তাঁহার ডাক নাম ছিল আবু ইউসুফ। কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার নাম ছিল আল হাসীন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার নাম দিয়াছেন আব্দুল্লাহ। এই নামটি বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। তিনি ৪৩ হিজরীতে মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করিয়াছেন। (তাকরীবুত্ তাহজীব ৩৪১ পৃষ্ঠা) প্রকাশ থাকে যে, তাঁহার জান্নাতী হইবার শুভ সংবাদ ও ইসলামের উপরে ইন্তেকাল হইবার সংবাদ দেওয়া হইল ইল্মে গায়েব এর অন্তর্ভুক্ত।

pdf By Syed Mostafa Sakib